জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফলপ্রকাশ

দেশে প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল শুক্রবার। পাশের হার সর্বাপেক্ষা বেশি, ৯৩.৭২%। দুটি স্কুল থেকে ৫৫ জন প্রথম দশে। মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া

মন্থার অবশিষ্টাংশ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর জেরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। পার্বত্য এলাকায় ধসের আশঙ্কা

১৮ ডিসেম্বর বসছে বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ : অমিত মিত্র

আদিবাসী বধূর ধর্ষণের ভিডিও অভিযুক্ত বিজেপি নেতা গ্রেফতার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫৬ ● ১ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১৪ কার্তিক ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 156 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 1 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

দলীয় বৈঠক থেকে ১৮ হাজার নেতা-কর্মীদের নির্দেশ অভিষেকের

বাংলা জুড়ে ৬,২০৮টি সহায়তা শিবির করবে তৃণমূল কংগ্রেস

১০০% ফর্ম ফিলাপ করুন ছায়াসঙ্গী হোন বিএলওদের

নেতা-কর্মীদের দলের নির্দেশ

- ৩ নভেম্বরের মধ্যে বিএলএ ২-দের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে তালিকা কমিশনকে দিতে হবে
- বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গেলে তাঁদের সঙ্গে থাকুন
- বিএলএ ২-রা সব তথ্য দেখে নিয়ে দিদির দূত অ্যাপে তুলুন
- দিদির দূত অ্যাপে সমস্যা হলে ৮১৪২৬৮১৪২৬ নম্বরে জানান
- বৈঠকের গাইডলাইন আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যে বিএলএ ২-দের নিয়ে বৈঠক করে বুঝিয়ে দিন
- প্রতিটি বিধানসভায় ওয়াররুম হবে
- ৩,৩৪৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ২৮০০-র মতো মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডে ৪ নভেম্বর - ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত হেল্প ডেস্ক
- হেল্প ডেস্কে থাকবে ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও নেট কানেকশন
- সকাল ৯টা-৫টা পর্যন্ত মানুষকে এই হেল্প ডেস্ক সাহায্য করবে
- বাংলাজুড়ে ৬,২০৮টি সয়াহতা ক্যাম্প ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে
- শনিবারের মধ্যে সকলের কাছে বৈঠকের গাইডলাইন পৌঁছে যাবে
- ২০০২-এর ভোটার তালিকায় এখনই বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। নেতা-কর্মীরা সকলে ২০০২-এর হার্ড কপি সঙ্গে রাখুন। অনলাইন কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন
- আগামী ৬ মাস আমাদের অ্যাসিড টেস্ট। প্রয়োজনে দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন
- মতুয়া এলাকায় ক্যাম্পে গুরুত্ব

শুক্রবার দলীয় কার্যালয়ে এসআইআর নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : একশো শতাংশ ইমুনারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। নির্দেশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্যে এসআইআর শুরুর আগে শুক্রবার ভার্চুয়াল বৈঠক করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দলীয় সতীর্থদের জানিয়ে দিলেন, বিএলএ ২-এর অ্যাপয়েন্ট আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যে ঠিক করে কমিশনকে দিতে হবে। ৪ নভেম্বর থেকে এসআইআর পর্ব শুরু হবে। বিএলও-রা যখন বাড়িতে যাবেন তখন তাঁদের ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতে হবে। একটু কাজ করে দুপুরে বাড়িতে খেতে চলে গেলাম— এরকম করা চলবে না। স্পষ্ট নির্দেশ অভিষেকের। এদিন বৈঠকে একাধিক গাইডলাইনের সঙ্গে অভিষেক জানিয়েছেন, বাংলা জুড়ে প্রায় ৬৫০০-র মতো ক্যাম্প হবে। সেখানে কারা বসবেন, তাঁদের ভূমিকা হবে সেসবও পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়ে বলেছেন। বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন বিধায়ক ও সাংসদদেরও। প্রতিটি বিধানসভায় হবে ওয়াররুম। সার্বিকভাবে দল এদিনের গাইডলাইন দিয়ে বুঝিয়ে দিল আগামী ৩ মাস এসআইআর পর্বে সবকিছু পিছনে রেখে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ভোটার তালিকার এই কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

এদিন প্রায় ১৮ হাজার নেতা-কর্মীকে নিয়ে মেগা বৈঠক করেন অভিষেক। এই ভার্চুয়াল বৈঠকে অঞ্চলভিত্তিক হেল্প ডেস্ক, বিধানসভাভিত্তিক (২৯৪) ওয়াররুম, বিএলও ২-দের সঙ্গে যোগাযোগ-সহ একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি শুক্রবারের এই বৈঠকের মুখবন্ধ করার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সতীর্থদের গাইডলাইন দেন। এই গাইডলাইন শনিবারের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে সকলের কাছে পৌঁছে যাবে। গাইডলাইন দেওয়ার আগে এদিনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিষেক বলেন, একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরা লড়াই দিল্লিতে নিয়ে যাব। বিস্তারিত জানাব। আগামী কয়েকমাস আমি নিজেই রাস্তায় থাকব। অভিষেকের কথায়, কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ভোটার (এরপর ১২ পাতায়)

ভিতরের পাতায়

- পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে নির্দেশিকা
- চা-বাগানে দিতে হবে বিশেষ নজর

তৃণমূলের চাপে নতুন ওয়েবসাইট চালু নির্বাচন কমিশনের

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর পুরনো ওয়েবসাইট বাতিল করে নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে। ceowestbengal.wb.gov.in/ এই ওয়েবসাইট থেকেই ২০০২ সালের সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা পেয়ে যাবেন ভোটাররা। পাশাপাশি এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এখানে। ২৭ অক্টোবর ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরুর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তার পরদিন থেকেই রাজ্যের সিইও দফতরের ওয়েবসাইটটিতে সমস্যা দেখা যায়। তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভও তৈরি হয় জনগণের মধ্যে। কারণ, বহু মানুষই ২০০২ সালের ভোটার তালিকা দেখতে চাইছিলেন, যা ওই ওয়েবসাইট থেকে পাওয়ার কথা ছিল। সেই ওয়েবসাইট অকেজো হয়ে পড়ায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি নতুন ওয়েবসাইট চালু করল রাজ্যের সিইও দফতর।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

রুক্ষ

দহনে, দাহনে রুক্ষ বদনে
রুক্ষ বসুন্ধরা
চৈত্র বিকালে
চাতকের ডাকে
তৃষ্ণা কাতর
রুক্ষ কাঁদর।

রাস্তায় আগুন
জ্বলছে ধুলো
ফাটছে মাটি
তৃষ্ণার কুলো,
সে যে বড় মুক্তির আলো।

দগ্ধ গ্রীষ্মে
মধ্যাহ্ন বহ্নির ঘূর্ণি
সহিষ্ণুতা সায়াহ্নে তূর্ণী
অদম্য আদান উদ্যান
কঙ্কাল কালিমা কলতান।

তৃষাতুরা ধরণীর তান
নির্জলা চাতকের স্নান,
জলে স্পর্শহীন
কলেবর
ডুংরী পাহাড় ভরা শুকনো কাঁকর।

কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই ডিএমদের দোষারোপ

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে বাংলায় ভোটারদের নাম কাটার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সে-কারণেই তাড়াহুড়ো করে বাংলায় এসআইআর। বাংলায় ২০০২-এর ভোটার তালিকায় থাকা সত্ত্বেও কেন ওয়েবসাইটের তালিকায় নাম নেই, তার সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। পিছু হটে এখন দায় এড়ানোর খেলা শুরু করেছে তারা। পরিকল্পিতভাবে দোষ চাপানো হচ্ছে জেলাশাসকদের ঘাড়ে।

নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভোটার তালিকা থেকে নাম উধাও হওয়ার ঘটনা সামনে আসছে। নাটাবাড়ি, মাথাভাঙা, অশোকনগর ও বসিরহাট জুড়ে একের পর এক ভোটকেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে নাম মুছে যাওয়ার ঘটনা। বসিরহাটের এক বুথে তো ৮৫৯ থেকে ৮৯২ পর্যন্ত পুরো সারিটাই ফাঁকা! (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯৫০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৪-১৯৫০)-এর প্রয়াণদিবস। 'খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট'— পয়লা উপন্যাস যদি অমরত্ব লাভ করে, তবে পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জনের কাজটি বেশ খানিকটা সহজ হয়ে যায় সৃষ্টিকর্তার পক্ষে। সেটা সাহিত্য হোক কিংবা চলচ্চিত্র। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস। এভাবেই বাজিমাত করেছিল 'পথের পাঁচালী' এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর দুই প্রজন্ম ধরে বাঙালি পাঠক কেবলই পড়েছে তাঁকে আর তাঁর সৃষ্টিকে। তাঁর লেখা অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'আরণ্যক', 'চাঁদের পাহাড়','আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'ইছামতী' ও 'অশনি সংকেত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের পাশাপাশি বিভূতিভূষণ প্রায় ২০টি গল্পগ্রন্থ, কয়েকটি কিশোরপাঠ্য উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি এবং দিনলিপিও রচনা করেন। ১৯৫১ সালে 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ রবীন্দ্র পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।

১৯২৫ সারদারঞ্জন রায়

(১৮৫৮-১৯২৫) এদিন প্রয়াত হন। বাংলার 'ডব্লিউ জি গ্রেস' বলা হত তাঁকে। কিশোরগঞ্জের মশুয়া গ্রামে খেললেন ক্রিকেট। সেটাই হয়ে গেল ইতিহাস। তিনিই বাংলায় ক্রিকেট খেলার জনক। তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বড় ভাই। এক হাতে বই, আরেকটায় ব্যাট— সারদারঞ্জন রায়ের পরিচিত ব্যক্তিরা এভাবেই তাঁর পরিচয় দিতেন। কবে যে কার কাছে ক্রিকেট শিখেছিলেন, তা আর কেউ বলতে পারেন না। তবে বাংলায় ক্রিকেট খেলার প্রচলন তিনিই করেছিলেন। সে-সময় ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। সারদারঞ্জনরা ছিলেন পাঁচ ভাই— উপেন্দ্রকিশোর, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন আর প্রমদারঞ্জন মিলে গড়েছিলেন ঢাকা কলেজ ক্রিকেট ক্লাব। পরে টাউন ক্লাবও গড়েন কলকাতায়। দু'দলেরই ক্যাপ্টেন সারদারঞ্জন। দু'দলই নিয়মিত সাহেবদের দলের বিরুদ্ধে খেলত। বাংলায় জেলাভিত্তিক ক্রিকেট দল গড়ে তাঁরা টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে থাকেন। ক্রিকেটের নিয়মকানুন নিয়ে প্রথম বাংলায় লেখা বই লেখেন এই সারদারঞ্জনই। ছাত্র হিসেবেও ছিলেন তুখোড়। বিএ পরীক্ষায় ঢাকা অঞ্চলে প্রথম। এস রায় অ্যান্ড কোম্পানি নামে তিনি বই আর ক্রিকেট পণ্য বিক্রি শুরু করেন। কলকাতায় ১৮৯৫ সালে শুরু করেন বাংলার প্রথম ক্রিকেটসামগ্রীর দোকান। তখন বিলিতি ব্যাট ও বল পাওয়া যেত কেবল তাঁর দোকানেই। শিয়ালকোট থেকে আনা উইলো কাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য সস্তায় ব্যাট বানানো শুরু হয় তাঁর যশোর রোডের কারখানায়।

১৯৫৫ রমানাথ বিশ্বাস

(১৮৯৪-১৯৫৫) এদিন প্রয়াত হন। সাইকেল নিয়ে বিশ্বভ্রমণ! ৯০ বছর আগে যে বাঙালির স্পর্ধায় অবাক হয়েছিল দুনিয়া তিনিই রমানাথ বিশ্বাস। ১৯৩১ সাল। সিঙ্গাপুর থেকে প্যাডেল চলা শুরু হল। দুটো চাদর, চটি আর সাইকেল মেরামতির বাক্স সম্বল করে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশই তিনি ঘুরলেন। তবে এখানেই থেমে রইল না যাত্রা। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সালে আরও দু'বার সাইকেল বের হয় রাস্তায়। আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন হয়ে প্রায় গোটা ইউরোপ, এবং শেষমেশ আফ্রিকা আর আমেরিকা— রমানাথের কাছে হার মেনেছিল সমস্ত বাধা-বিপর্যয়।

১৮৭৩ দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

এদিন প্রয়াত হন। শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'নীলদর্পণ' নাটক। এটিই প্রথম কোনও বিদেশি ভাষা থেকে অনূদিত বাংলা নাটক। রচনাকাল থেকে আজ অবধি এই নাটক জাতীয় চেতনার পুরোধা হয়ে আছে। দীনবন্ধু রচিত সাহিত্যকে চেনা যেত দুই বৈশিষ্ট্যে— বাস্তবতা ও হাস্যরসে। বাস্তবতা তাঁর স্বভাবধর্ম। বলা হয়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র অনুপ্রেরণা ছিল দীনবন্ধুর প্রহসন 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র ক্ষেত্রে। তবে সেখানেও দীনবন্ধু সমাজচিত্র এঁকে নিয়েছেন নিজের মতো করে। অতি সামান্য বস্তু আশ্রয় করে জমে উঠেছে তামাশা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে— তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁর তীব্র সহানুভূতি। গরীব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন।"

১৯৯৭ জেমস ক্যামেরনের

কালজয়ী ছবি টাইটানিক এদিন টোকিও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম জনসমক্ষে পর্দায় আসে। এই ছবির জেরেই লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও আর কেট উইন্সলেট আন্তর্জাতিক তারকার খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৫২ পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথম থার্মো নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণ ঘটাল আমেরিকা। মার্শাল আইল্যান্ডে এডওয়ার্ড টেলরের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান।

৩১ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৫৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫২১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫২২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭৫	৮৮.১৫
ইউরো	১০৪.২৭	১০২.১৮
পাউন্ড	১১৮.২৮	১১৫.৭৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সকন্যা চাঙ্কি পাণ্ডে

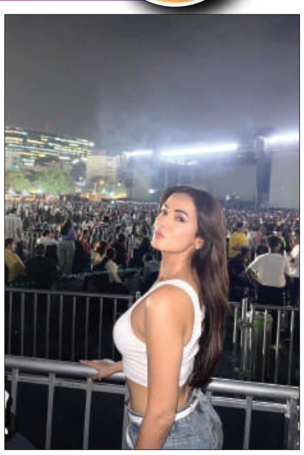

■ সোনাল চৌহান

কর্মসূচি

■ ঝাড়গ্রামে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে নবাগত বিডিও রাহুল বিশ্বাস এবং প্রাক্তন বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তীকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানালেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিংকু পাল, জয়েন্ট বিডিও রাজীব মুর্মু-সহ সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও ব্লক প্রশাসন কর্তারা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪৩

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. অধিত্যকা ৩. ভাগ্য, অদৃষ্ট ৫. হ্রাস পাওয়া ৭. ফোড়ন ৮. পাকস্থলী ১০. চাঁদের অংশ ১২. দিনাঙ্ক ১৪. মিথ্যা কথা ১৭. শাল ইত্যাদির কলকা পাড় ২৮ দাসত্ব স্বীকারের দলিল।

উপর-নিচ : ১. খোঁপার ফুল ২. হনন, বিনাশ ৩. নৃত্যরত শিব ৪. নদী ৬. অধিকারী, কর্তা ৯. প্রতারণা ১১. লতার তুল্য ১৩. কেনা, ক্রীত ১৫. লিখিত ১৬. অমিশ্র, নির্ভেজাল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪২ : পাশাপাশি : ১. উপাংশুবাস ৬. বকা ৮. নকুল ৯. মনেমনে ১০. উৎসাহ ১২. আলেয়া ১৩. রবি ১৫. দহনক্ষমতা। **উপর-নিচ :** ২. পাকল ৩. শুচিদ্রুম ৪. সব ৫. গানপাউডার ৭. কামানেওয়ালা ১১. হতমান ১২. আরাম ১৪. বিদ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিঁথিতে ফিল্মি কায়দায় ডাকাতি। বৃহস্পতিবার রাতে বড়বাজার থেকে সোনা নিয়ে স্কুটিতে বাড়ি ফেরার পথে ব্যবসায়ীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে প্রায় তিন কোটি টাকার সোনা লুঠের অভিযোগ। তদন্তে নেমেছে পুলিশ

আমার শহর
1 November, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিক তৃতীয় সেমিস্টারের ফল

মেধাতালিকায় ৬৯ ৫৫ জনই দুই স্কুলের

দেশে প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হল। এই বিপুল আয়োজন সঠিকভাবে করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। সফল সকল ছাত্রছাত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রতিবেদন : ৩৯ দিনের মাথায় প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল। প্রথম দশে রয়েছে ৬৯ জন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদের মধ্যে ৫৫ জনই রয়েছে জেলার দুটি স্কুল থেকে। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই সেরা তালিকায় উঠে এসেছে ৫৫ জন। যা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছে সংসদ। যুগ্মভাবে প্রথম হওয়া দু'জন, প্রীতম বল্লভ এবং আদিত্যনারায়ণ জানাও পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৯৮.৯৭ শতাংশ। গত কয়েক বছরে এবার পাশের হার সর্বাধিক বলে জানিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। চলতি বছর পাশের হার ৯৩.৭২ শতাংশ। ২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষে যা ছিল ৯০.৭৯ শতাংশ। যদিও সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে আত্মসন্তুষ্টির জায়গা নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, ফল প্রকাশের পরেই কৃতীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই বছর প্রথম দশে ফের জয়জয়কার জেলার পরীক্ষার্থীদের। শতাংশের হারে প্রথম স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৯৬.৭২ শতাংশ)। সেরার তালিকায় ১২ নম্বরে রয়েছে কলকাতা (৯৩.৭৭ শতাংশ)। মেধাতালিকার প্রথম দশে রয়েছে ৬৯ জন। ৯৮.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে দীপান্বিতা পাল। দক্ষিণ দিনাজপুরের দৌলতপুর হাইস্কুলের এই পড়ুয়া প্রথম দশের তালিকায় রয়েছে চতুর্থ স্থানে।

এদিন দুপুর দুটো থেকেই সংসদের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখা যাচ্ছে। রোল এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বরের তথ্য দিয়ে ওই ফলাফল ডাউনলোডও করা যাচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফলে মোট নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, পার্সেন্টাইল, বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ রয়েছে। অনলাইনে মার্কশিট ডাউনলোড করার সুযোগ থাকছে।

এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই মিটেছিল। তেমন কোনও অভিযোগ আসেনি। মাত্র তিনটি খাতা বাতিল করতে হয়েছে। তার মধ্যে দু'জন পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে ধরা পড়েছিল। একজনের খাতা বাতিল হয়েছে দুর্ব্যবহারের জন্য। সংসদ সভাপতি জানিয়েছেন এই তিনজন সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রায় ৩৮ লক্ষ ওএমআর শিট ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, আজ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারে সফল সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তোমাদের বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অভিনন্দন জানাই। দেশের মধ্যে প্রথমবার সেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হল। এই বিপুল আয়োজন সঠিকভাবে করার জন্য এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই। যারা এবার ভাল ফল করতে পারোনি, তাদের বলব, হতাশ না হয়ে চতুর্থ সেমিস্টারে যাতে ভাল ফল হয় তার চেষ্টা করো।

রাজ্যে যুগ্মভাবে প্রথম আদিত্যনারায়ণ জানা (বাঁদিকে) ও প্রীতম বল্লভ।

সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, ওএমআর শিটে পরীক্ষা আয়োজন করার আসল কারণই ছিল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একেবারে প্রথম থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করা। দেখা যাচ্ছে, দু'একটি স্কুল এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে দারুণ ফল করছে। তার কারণ ওই স্কুলের পড়ুয়াদের প্রস্তুতি। কিন্তু সার্বিকভাবে সাধারণ পরীক্ষার্থীরা ভাল ফল করতে পারেনি। তাদের আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে।

মাতৃশক্তির আরাধনায় এন্টালির আমরা ক'জন ক্লাব। সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত এই জগদ্ধাত্রী পুজোর এবছর ছিল ৪৭তম বর্ষ। শুক্রবার ছিল দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ ও মহা অন্নকূট ভোগ। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি-সহ অন্যরা।

বিএলএ-দের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্রবার।

পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের কী করণীয় বুঝিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়েও বিশেষ নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, যেসব জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকের আধিক্য রয়েছে, সেখানে বাড়তি নজর দিতে হবে। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, ইমুনারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে এখনই কোনও পরিযায়ী শ্রমিককে এখানে আসতে হবে না। সেই ফর্ম ফিলআপ করবেন তাঁর বাড়ির লোকজন। সাহায্য করবেন বিএলএ ২-রা। দলের ক্যাম্প থেকেও সহায়তা করা হবে। এরপর কোনও রাজনৈতিক দল যদি কোন প্রশ্ন তোলে বা অন্য কোনও সমস্যা তৈরি হয়, তখন বিষয়টি আরও ভাল করে দেখে নিয়ে প্রয়োজনে সেই পরিযায়ী শ্রমিককে ডেকে আনা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করতে হবে পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারকে।

চা বাগানে দিতে হবে বিশেষ নজর

প্রতিবেদন : রাজ্যের চা-বাগান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে শুধু ক্যাম্প করলেই চলবে না। প্রয়োজনে চা-বলয়ে পড়ে থেকে ফর্ম ফিলআপ-সহ যেসব গাইডলাইন দল দিয়েছে, সেগুলিকে পূরণ করতে হবে। এই মর্মে সাংসদ প্রকাশচিক বরাইককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, চা-বাগান এলাকায় চা-শ্রমিকদের মাঝে কার্যত পড়ে থেকে কাজ করতে হবে। একজন চা-শ্রমিকেরও যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, এই ধরনের ফর্ম ফিলআপ বা ইলেক্টোরাল কাজে, তা দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হবে। ওই অঞ্চলের স্থানীয় নেতৃত্ব বিষয়টি নিজেদের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে দেখবেন। চা-বাগানের বস্তিগুলিতে বারে বারে যেতে হবে। তাঁদের ভাল করে বোঝাতে হবে। এ বিষয়ে যেন কোনও ভুল-ত্রুটি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে দলীয় নেতা-কর্মীদের।

দেশের ম্যাপটাই জানে না বিজেপি

বাংলায় এসআইআর-ষড়যন্ত্র স্পষ্ট

প্রতিবেদন : দেশের মানচিত্র নিয়ে প্রাথমিক ধারণাই নেই! বিজেপি যদি দেশের পাশাপাশি বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্রটা জানত, তাহলে বলতে পারত না বাংলায় রোহিঙ্গা ঢুকেছে! আসলে বাংলাতে এসআইআরের নামে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে বিজেপি, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বাংলার কাছে।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বার্তা পোস্ট করে তৃণমূল সাফ জানিয়েছে, বিজেপি দেশের ম্যাপটাই জানে না! দেশাত্মবোধের বুলি আওড়ানো বিজেপি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক মানচিত্রটা জানে না। যদি জানত, তাহলে বলতে পারত না বাংলায় রোহিঙ্গা ঢুকেছে! ভারতবর্ষের যে রাজ্যগুলোর সঙ্গে মায়ানমারের বা বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে, তার একটাতেও এসআইআর হল না, জারি হল শুধু বাংলায়!

এখানেই স্পষ্ট বিজেপি-র ষড়যন্ত্র।

অভিষেকের স্পষ্ট কথা, বাংলাদেশের বর্ডার শেয়ার করছে পাঁচটা রাজ্য। কিন্তু এসআইআর হচ্ছে শুধু বাংলায়। বাকি চারটে রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না। তারা বলছে বাংলায় বাংলাদেশি রয়েছে। বাকি চারটি রাজ্য কি বাদ! সেখান দিয়ে কি বাংলাদেশিরা প্রবেশ করতে পারে না? যাদের রোহিঙ্গা বলা হয়, তারা বার্মা বা মায়ানমার থেকে আসে। বিজেপি বলে বাংলায় এক কোটি রোহিঙ্গা আছে। রোহিঙ্গারা যদি দেশে প্রবেশ করে তাহলে তারা হয় মিজোরাম দিয়ে করবে, নয়তো মণিপুর, নাগাল্যান্ড বা অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে করবে। কিন্তু এই চারটে রাজ্যের মধ্যে একটাতেও এসআইআর হচ্ছে না। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের চারদিকে রয়েছে মেঘালয়, অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও মিজোরাম। ১৫ দিন আগে ত্রিপুরা থেকে ২১ জন বাংলাদেশি ধরা পড়েছে। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অসম থেকে রোহিঙ্গা ধরা পড়েছে। মায়ানমার বাংলার সঙ্গে কোনও বর্ডার শেয়ার করে না। তাঁর সাফ কথা, লক্ষ্য যদি হয় রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করা, তবে যেখান দিয়ে তারা ঢুকছে, সেখানে তাদের আটকানো। তাই সেখানে করবে এসআইআর চালু হবে, সেটাই জিজ্ঞাস্য। এর জবাব দিতে হবে ইলেকশন কমিশনকে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
1 November, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অ্যাসিড টেস্ট

এসআইআরের নামে চক্রান্তের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই হবে তার রূপরেখা তৈরি হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক স্তরে। দলীয় কর্মীদের জানিয়ে দিলেন, কী কী পদ্ধতিতে আগামী দু'মাস নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে হবে। বিএলএ-২ নির্বাচন সবচেয়ে প্রাথমিকভাবে জরুরি। তাদের নিয়োগ করে তালিকা দিতে হবে কমিশনকে। বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি যাবে। তাদের সঙ্গে ছায়াসঙ্গীর মতো থাকতে হবে কর্মীদের। সমস্ত তথ্য তুলতে হবে দিদির দূত অ্যাপে। প্রতিটি বিধানসভায় তৈরি হবে ওয়ার রুম। বিএলএ-২-দের নিয়ে বৈঠক করতে হবে ৩ নভেম্বর। পঞ্চায়েত এবং পুরসভা এলাকায় হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হবে। ল্যাপটপ, প্রিন্টার আর ইন্টারনেট কানেকশন নিয়ে যাঁরা বসবেন, তাঁরা সাধারণ মানুষকে সাহায্য করবেন। বাংলা জুড়ে হবে ৬,২০৮টি সহায়তা শিবির। যা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতা-কর্মীদের বলেছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা রাখতে। ওয়েবসাইটে কোনও গরমিল চোখে পড়লেই যেন তা নজরে আনা হয়। আসলে আগামী ৬ মাস অ্যাসিড টেস্ট। বাংলার বিরুদ্ধে বিজেপি এবং কমিশনের যৌথ চক্রান্ত চলছে। তা রুখে দিতে হবে সাংগঠনিক শক্তি এবং পরিকল্পনা দিয়ে। বিজেপিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, এটা দিল্লি বা মহারাষ্ট্র নয়, এটা বাংলা।

e-mail থেকে চিঠি

ও বিজেপি কী চাও বুঝতে না পারলে বিদায় নাও

এগারো বছরে এত কিছু বিপ্লব করলেন, অথচ ১৪০ কোটি মানুষকে একটি স্থায়ী নাগরিকত্ব কার্ড ইস্যু করতে পারলেন না মোদি অমিত শাহ। কেন? কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে সব সরকার নাকি অপদার্থ, একমাত্র মোদি সরকারই আছেন দিনের ভগীরথ! তাহলে ভারতবাসীর জন্য একটি দেশবাসী হিসেবে স্থায়ী পরিচয়পত্র দিতে ওরা পারল না কেন? যেটিকে আমরা বলতে পারব সিটিজেনশিপ কার্ড! মাঝেমধ্যেই এই যে অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ খেলা করে ওরা, সেটার তো দরকার হতো না! অবসর সময়ে দেশবাসীর সঙ্গে নাগরিকত্ব নিয়ে মোদি অমিত শাহ ইনডোর আউডোর গেম খেলছেন নাকি? নির্বাচন কমিশন বলছে আধার কার্ড তো নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়! ওটা তো পরিচয়পত্র! একটি পরিচয়পত্রে কী থাকে? নাম, ঠিকানা, ছবি। আধার কার্ডে আমার ছবি, অন্য কারও নাম এবং আমেরিকার ঠিকানা থাকবে নাকি? আধার কার্ড যদি নাগরিকত্বের প্রমাণ না হয়, তাহলে কি আপনাদের মতে গ্রিনল্যান্ডের মানুষও ভারতের আধার কার্ড পাবে ইচ্ছে করলে? ভারতবাসী ছাড়া আর কেউ ভারতের আধার কার্ড পেতে পারে? যদি না হয়, তাহলে আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় কেন? তার চেয়েও বড় কথা, নাগরিকত্বের প্রমাণ তাহলে কোনটা? এতদিন ধরে শুনে এলাম প্যান কার্ড, আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড, এই তিনটি নাকি মোক্ষম প্রমাণ সবকিছুর। তাই লিংক-করা লিংক-করা খেলায় নামিয়ে দিলেন দেশবাসীকে কাজকর্ম ফেলে। অর্থাৎ এই কার্ডের সঙ্গে ওই কার্ড লিংক করো। ওই কার্ডের সঙ্গে ওই কার্ড লিংক করো। আর লিংক করতে দেরি হলে, ১ হাজার টাকা করে আদায় করো। কোনটা নিশ্চিত নাগরিকত্ব কার্ড? পাসপোর্ট? ক'জনের আছে? রেশন কার্ড? তাও নয়, তাই তো? তাহলে কোনটা? অসমে এনআরসির কাট অফ ডেট ছিল ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ। আর এই এসআইআরে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা। আমরা লক্ষ্য করেছি তো যে, আপনারা ১১টি প্রমাণপত্রের যে তালিকা দিয়েছেন ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য, সেইসব ডকুমেন্টের ভিড়ে মিষ্টি একটি ডকুমেন্ট লুকিয়ে আছে। এনআরসি। এর মানে কী? গোটা ভারতে আর কোথাও এনআরসি হয়নি। এদিকে আপনারা ১১টি প্রধান নথির অন্যতম এনআরসি রেখেছেন! এর গোপন অর্থটা ঠিক কী? একটু বুঝিয়ে বলবেন?

— **আশিসকুমার মিত্র, শিয়ালদহ, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

SIR নাকি ষাঁড় তাড়া করছে আমাদের?

সার এখন ষাঁড় হয়ে বাংলার মানুষকে গুঁতোতে আসছে! আর সেই সুযোগে বাংলা দখলের ছক কষছে গেরুয়া পার্টি। লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

'স্যার' (এসআইআর) কখনও কখনও 'ষাঁড়' হয়ে যায়। আবার স্যারের আগে 'ইয়েস' যোগ করতে গিয়ে, উচ্চারণ বিভ্রাটে, হয়ে যায় 'ইয়েচ চার'! তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই। কারণ, যাঁদের মুখে এই শব্দের জন্ম, সেই খোদ ব্রিটিশরা এই র-এর উচ্চারণ ঠিকমতো করতে পারে না। যাঁদের মুখে এই শব্দের জন্ম, সেই খোদ ব্রিটিশরাও এই 'র'-এর উচ্চারণ ঠিকমতো করতে পারে না। ব্রিটিশদের অনুকরণে অনেক ইঙ্গো-ভারতীয়কেও 'র' বাদ দিয়ে 'স্যা' বলতে শুনবেন। বুটজুতো দিয়ে ঠকাস করে শব্দ করে, লম্বা একটা স্যালুট ঠুকে অধস্তন পদধারীও বলে ওঠে, 'ছ্যা'! 'ছ্যা' শুনে আপনার সচেতন কান কুঞ্চিত হতে পারে, মুখ দিয়ে আপনি হয়তো ছ্যা-ছ্যাও করতে পারেন, তবে যাঁকে 'স্যা' কিংবা 'ছ্যা' বলা হল, তাঁর তাতে ভাবান্তর ঘটে না। আসল ব্যাপার তখন উচ্চারণ ছাড়িয়ে স্যালুটের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন স্যালুট, মানে সালাম, মানে সম্মানটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সংঘী জ্ঞানেশ কুমারের অমিত শাহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সেই পর্যায়ের কিনা জানা নেই।

তবে 'স্যার'-এর প্রতি অমিত শাহের মতো ব্যক্তিদের এই লালসা আজকের নয়। সেই ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে উপনিবেশ গড়েই ইংরেজরা আমাদের 'স্যার' বলা শিখিয়েছেন। আমরাও নিজ উন্নতি ত্বরান্বিত করতে 'স্যার' বলা শিখেছি। স্যার যে কত বড়, এটা বোঝাতে ইংরেজরা নাইট উপাধির সঙ্গে স্যার যুক্ত করে দিয়েছেন। তবে সেই স্যার বর্জনেরও নমুনা আছে।

আমরা শুধু জানি, ব্রিটেনে 'স্যার' শব্দের জন্ম, ফরাসি 'সিউর' থেকে। জমির মালিক, সম্ভ্রান্ত আর সম্মানিত মানুষের জন্যই শব্দটি চালু ছিল। যার অন্য মানে ছিল 'লর্ড'। ফরাসিরা ওটা ছেড়ে বহু আগেই 'মিসিয়া' গ্রহণ করেছে। আমরা ফরাসিদের অনুকরণে 'মিসিয়া' বা 'মশিঁয়ে' অবশ্য বলি না, কিন্তু বলি 'মশাই' বা 'মহাশয়'। স্যার বাংলা (!) কি না, এই দ্বিধা থেকে অনেকে চিঠিপত্রে ব্যবহার করেন 'মহাশয়' বা 'জনাব'। স্যার শব্দের নারীবাচক প্রয়োগে এককালে ব্যবহার হত 'জনাবা'। ইংরেজিতে অবশ্য স্যারের নারীবাচক কোনও শব্দ গড়ে ওঠেনি।

শিক্ষকতা করবেন, এই ইচ্ছা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী খুলেছিলেন, গুরু হয়েছিলেন। আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শেষ বয়সে 'স্যার' হয়েছিলেন। কিন্তু পড়ন্ত যৌবনে জালিয়ানওয়ালাবাগের ইংরেজদের নির্লজ্জ হত্যাকাণ্ড দেখে নাইট উপাধি 'স্যার' ত্যাগ করেছিলেন।

আসব আসব করছিল। শেষমেশ এসে পড়েছে। এবং এসেই এক এক করে মৃত্যুর কারণ হয়ে চলেছে। রাজ্যের নানা প্রান্তে।

এসআইআর-এর কথা বলা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালু হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। সার এখানে ষাঁড় হয়ে গুঁতোতে আসছে। রাজ্যে 'সংঘী' জ্ঞানেশ কুমারের এসআইআর হামলার ফলে ত্রাহি ত্রাহি রব। শহিদসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্টতর।

পুরো ঘটনাটা পর্যালোচনা করলে যা উঠে আসছে সেটা আসলে পরস্পর বিরোধী দুটি পর্যবেক্ষণ।

এসআইআর তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য পূরণ অভীষ্ট ফলদানে ব্যর্থ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে অমিত শাহরা এসআইআর চালু করতে চেয়েছিলেন ত্রিবিধ প্রকারে। একেবারে রাবড়ি-পদ্ধতিতে।

প্রথম স্তরে উনুনের গনগনে আঁচ। সেই আঁচে গোটা নাগরিক সমাজ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, ত্রস্ত হয়ে উঠবে। বাতাস দিয়ে আগুনের তাপ, আঁচের গনগনে ভাব আরও বাড়ানো হবে। আতঙ্ক ছড়াবে পল্লিতে পল্লিতে। হিন্দুর বস্তিতে, মুসলমান মহল্লায়। কড়াইয়ে দুধ টগবগ করে ফুটবে।

দ্বিতীয় স্তরে কড়াইয়ের দুধের ওপর বাতাস করা হবে। ঠান্ডা করার লক্ষ্যে। আতঙ্কের তাপ কমানোর জন্য থাকবে আশ্বাস শিবির। সেখানে বোঝানো হবে, আরে এসআইআর-এ নাম বাদ গিয়েছে তো কী হয়েছে! সিএএ ফর্ম পূরণ করুন। আবেদন করুন নাগরিকত্ব লাভের জন্য। সিএএ-তে আবেদন করা আর নাগরিকতা লাভ যে সমার্থক নয়, সেটা গোপন করেই এটা করা হবে।

আতঙ্ক সবার জন্য, কিন্তু আশ্বাস কেবল হিন্দুদের জন্য।

২০০২-এর ভোটার লিস্টে কোনও হিন্দুর নাম না থাকলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অনুসারে, হিন্দুরা নাগরিকত্ব লাভের আবেদন করলেই সে আবেদন মঞ্জুর হওয়ার বন্দোবস্ত। চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এমন একটা ভাব।

এসআইআর নিঃসন্দেহে আতঙ্কের প্রতিবেশ প্রসৃতি রচনায় আপন সামর্থ্য প্রদর্শন করেছে। কিন্তু এসআইআর-এর অন্তিম স্তর তথা মূল উদ্দেশ্য যেটা ছিল, সেই মুসলমানের নাগরিকত্ব হরণ, তাতে বড়সড় গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আতঙ্ক সৃষ্টিতে সফল এসআইআর মুসলমানের নাম কাটতে গিয়ে হিন্দুর প্রাণ কেড়েছে।

বিহারে এসআইআর সব দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। ভোটার তালিকা প্রস্তুতি ও সংশোধনী সংক্রান্ত প্রতিটি মাপকাঠিতে ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটদাতার সংখ্যায় বিরাট হ্রাস। মহিলা ও মুসলমান ভোটারদের শতাংশের বিচারে ব্যাপক পতন। অথচ, একই ঠিকানায় অস্বাভাবিক সংখ্যক ভোটারের বাস, একাধিক কেন্দ্রে একই ভোটারের নামোল্লেখ— এসবে কোনও যতি নেই।

কিন্তু এই তথাকথিত তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার নিবিড়তা আনার জন্য কত না অর্থ ব্যয়িত হল! গরিব মানুষের ওপর কীরকম প্রবল মানসিক বোঝা চাপানো হল! এসআইআর-এর সূত্রে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হতে চলেছে, এরকম একটা ভাবও ছড়ানো হল।

একেবারে নোটবন্দির কাহিনি। কালো টাকা বিনাশ করার নাম করে নোটবন্দি করা হল। তাতে কিছু মানুষ প্রাণ হারাল। কালো টাকা রয়েই গেল। এও তেমনটাই।

বিহারে অযৌক্তিকভাবে একটা বিরাট সংখ্যক ভোটারকে বিহারের ভোটদান পর্ব থেকে সরিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নথিপত্রের সমস্যার কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন অনেকে। ফের নাম তোলার জন্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবেদন করেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই ভোট প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাওয়ায় নভেম্বর মাসের নির্বাচনে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে তাঁরা হয়তো নতুন করে নাম তুলতে পারবেন, কিন্তু বিহারের আগামী সরকার নির্বাচনে তাঁদের মতামতের কোনও জায়গা রইল না।

এখানেও সেইভাবে বৈধ ভোটারকে ভোট প্রক্রিয়া থেকে দূরে রেখে সেই সুযোগে বাংলা দখলের ফন্দি এঁটেছে বিজেপি। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে সেই অপচেষ্টা রুখতে হবে। রুখতেই হবে।

এসএসকেএমে নাবালিকার যৌন হেনস্থায় ফের পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্ত। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ আলিপুর বিশেষ পকসো আদালতের।

শিল্প ও লগ্নি বাড়াতে ১৮ ডিসেম্বর রাজ্যে ‘বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ’

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে অভিনব বণিকমহলের সমাবেশ

প্রতিবেদন : বাংলায় শিল্প ও বিনিয়োগের গতি আরও ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। শিল্পোন্নয়নের এই পথে নতুন দিশা দিতে আগামী ১৮ ডিসেম্বর বসছে ও বাণিজ্য ও শিল্প সম্মেলন ‘বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ’। এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যস্তরের স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির চেয়ারম্যান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে শুক্রবার নবান্নে বিভিন্ন দফতরের সচিবরা বৈঠকে বসেন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ১৮ ডিসেম্বর আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই শিল্পের পুনরুজ্জীবনে জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর উদ্যোগে গত কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন’। সেই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই বহু দেশি-বিদেশি শিল্প সংস্থা বাংলায় বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যেই রিলায়েন্স, জিন্দাল স্টিলের মতো শীর্ষস্থানীয়

সংস্থাগুলি বড় মাপের বিনিয়োগ করেছে রাজ্যে। পাশাপাশি ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক সংস্থাও বিনিয়োগের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

চলতি বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের প্রস্তাব দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য গঠন করা হবে একটি ‘সিনার্জি কমিটি’। সেই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। কমিটিতে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র এবং শিল্পসচিব বন্দনা যাদব। গত ৮ জুলাই বৈঠকে বসেছিল সিনার্জি কমিটি। বৈঠক শেষে অমিত মিত্র জানিয়েছিলেন, গত তিন মাসে মোট ৩,১৬৫টি শিল্প প্রকল্পকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি, রিয়েল এস্টেট, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন ও পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রস্তাব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেই সব প্রকল্পকে, যেগুলি রাজ্যে কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবে, রফতানির সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং রাজ্যের ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করবে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ডিসেম্বরের শিল্প সম্মেলনে অংশ নেবে দেশ-বিদেশের বহু শীর্ষ শিল্প সংস্থা ও বিনিয়োগকারীরা। পুজোর পরে এই সম্মেলনকে ঘিরে রাজ্য সরকারের লক্ষ্য— বাংলাকে নতুন করে শিল্পের মানচিত্রে উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

বইপোকাদের জন্য শহরের বুকে 'ভিজে বইয়ের মেলা’

প্রতিবেদন: বইয়ের থেকে ভাল বন্ধু আর কেউ হয় না। আর তাই বইয়ের কোনও বিকল্প হয় না। পুরনো ভিজে খারাপ হয়ে যাওয়া বইয়ের কদরও যে কোনওভাবেই পাঠকদের কাছে কমে না তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া। ২৩ সেপ্টেম্বর ব্যাপক বৃষ্টিতে কার্যত জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল গোটা শহর কলকাতা। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল একাধিক বই। এবার এই ভিজে বই নিয়েই হবে বইমেলা। পোশাকি নাম ‘ভিজে বইয়ের মেলা’। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মাথায় হাত পড়েছিল কলেজ স্ট্রিটের মুদ্রণ সংস্থা থেকে শুরু করে ছোট ছোট বই দোকানিদের। জানা গিয়েছে ওই এক রাতের অপ্রতিরোধ্য বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় আনুমানিক ১০ কোটি টাকার বইয়ের।

ক্ষতিগ্রস্ত বই দোকানিদের পাশে কলকাতা ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দাঁড়াবে সে-কথা তারা আগেই জানিয়েছিল। ক্রাউড ফান্ডিং করে আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু এত যে বই ভিজে গিয়েছে সেই বইগুলোরই বা কী হবে। এমনটা ভাবতে ভাবতেই মাথায় আসে বইমেলার আইডিয়া। আগামী ৩ নভেম্বর কলেজ স্কোয়ার মেন গেটের সামনে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ভিজে যাওয়া বই নিয়ে বসবে মেলা। ২৫টি প্রকাশনা সংস্থা এই বইমেলায় তাদের ভিজে যাওয়া বই বিক্রি করার সুযোগ পাবে। রাত আটটা পর্যন্ত চলবে মেলা। প্রত্যেক বইতেই ন্যূনতম ৫০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। এই বইমেলার আয়োজন করেছে ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স। তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রয়েছে স্বনির্ভর ও দিল্লি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন। এখানে সংগৃহীত অর্থ তুলে দেওয়া হবে ৬৫টি প্রকাশক পুস্তক বিক্রেতা এবং মুদ্রণ সহযোগী সংস্থার হাতে।

সিসিটিভি, বরাদ্দ ৬৮ লক্ষ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবেদন: আরও জোরদার হতে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর জন্য ৬৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন করল উচ্চশিক্ষা দফতর। এই ৭০টি ক্যামেরার মধ্যে ৫০টি বসানো হবে যাদবপুরের ক্যাম্পাসে এবং বাকি কুড়িটি বসানো হবে সল্টলেকের ক্যাম্পাসে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার জন্য ৩২ জন প্রশিক্ষিত নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের কথা ভেবেছে। এদের মধ্যে ৩০ জন গার্ড ও ২ জন সুপারভাইজার থাকবে। এই নিরাপত্তারক্ষীর খরচ বাবদ ৭,৫১,৪৮৮ টাকার একটি হিসেবও পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে।

চুক্তিভিত্তিকদের জন্য শ্রম আইন বাধ্যতামূলক করা হোক : দোলা

প্রতিবেদন : চুক্তিভিত্তিক সরকারি কর্মীদেরও শ্রম আইনের অধীনে আনা হোক! আর চুক্তিভিত্তিকদের ক্ষেত্রেও শ্রম আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব নিতে হবে মূল নিয়োগদাতাকে। কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম)-এর আলোচনা সভায় আবেদন জানালেন সাংসদ দোলা সেন। বৃহস্পতিবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে ‘জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে সরকারি কেনাকাটায় দেশের আইনের সঙ্গে সম্মতি’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ-তথা-সচেতনা সভা আয়োজিত হল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন। তিনি বলেন, ২০১৭ সালে তৈরি হয়েছিল কেন্দ্রের এই ‘জেম’ পোর্টাল। কিন্তু ২০১৮-১৯ সাল নাগাদও সাধারণ মানুষ কিংবা ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকরা এর ব্যাপারে তেমন কিছু জানতেন না। কয়েকবছর পর কেন্দ্রীয় সরকারের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাই অভিযোগ তোলেন, ঠিকাদার ও প্রধান চাকরিদাতারা দাবি করেছেন যেহেতু এখন ‘জেম’ পোর্টালের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাই সেখানে কোথাও লেখা নেই যে শ্রমআইন বাধ্যতামূলক! এর জেরে চাকরি হারানো থেকে শুরু করে ন্যূনতম মজুরি, পিএফ, ইএসআই, বোনাস, ছুটি-সহ শ্রমআইনের মূল বিষয়গুলোই মানা হচ্ছিল না। তাই আমার মতে, দুটো বিষয় ‘জিইএম’ পোর্টালে

জিইএম-এর আলোচনাসভায় সাংসদ দোলা সেন।

অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বামপন্থীদের মতো আমি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ বাতিলের জন্য আইন আনার পক্ষপাতী নই। কারণ, ৩২ বছর ধরে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে জানি বর্তমানে সারা বিশ্বেই শিল্পায়নের অবস্থা ভাল নয়। তাই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এখন বিশ্বজুড়ে খুবই প্রয়োজনীয়। তাই বাস্তববাদী হয়ে বলছি, ‘জেম’ পোর্টালে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের জন্যও শ্রমআইন বাধ্যতামূলক করতে হবে। একইসঙ্গে সেই আইন ঠিকঠাকভাবে মানা হচ্ছে কি না, তার দায়িত্ব নিতে হবে প্রধান চাকরিদাতাদের। এটা কোনও অতিরিক্ত দাবি নয়, এটা আমাদের কর্তব্য।

দুর্বল মন্থাতেও চলবে দুর্যোগ

প্রতিবেদন : মন্থার অবশিষ্টাংশ এখন সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে এই নিম্নচাপ আরও শক্তি হারাবে। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। একইসঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৩০-৪০ কিমি বেগে হাওয়া বইবে। বিগত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কিছুটা নেমে গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। পার্বত্য এলাকায় ধসের আশঙ্কা রয়েছে। শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় বৃষ্টি কমে যাবে। রবিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করবে। শুধু আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বজায় রয়েছে। তবে এবারে বৃষ্টি থামলেও, এখনও তেমন ঠান্ডা পড়ার সম্ভাবনা নেই। পাকাপাকিভাবে শীত নামতে আরও কিছুটা দেরি হবে।

বচসার জেরে আত্মঘাতী বধূ

সংবাদদাতা, বারাকপুর : দাম্পত্য কলহের জেরে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ। বারাকপুরের কেজি স্কুল রোড সংলগ্ন মনসা মন্দির এলাকার বাসিন্দা কাকলি সরকার (৩৩)-এর আত্মহননের ঘটনায় তাঁর স্বামী সবুজ সরকার-সহ শ্বশুর ও ভাসুরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের ঢাকার বাসিন্দা কাকলির সঙ্গে ১৫ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল বারাকপুরের সবুজের। বেশ কিছুদিন ধরে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য স্বামীর কাছে বাংলাদেশে যাওয়ার আবদার করছিলেন কাকলি। কিন্তু এসআইআর-এর ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত স্ত্রীকে অপেক্ষা করতে বলেন সবুজ। যদিও তার আগেই বৃহস্পতিবার রাতে নিজের ঘরেই আত্মঘাতী হন ওই গৃহবধূ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে যেখানে লেখা, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

পচা-গলা দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : রাজাবাজারে রহস্যমৃত্যু। ম্যানহোল পরিষ্কার করতে গিয়ে মিলল এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ। পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে মৃত্যু, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক অনুমান, খুন করে ম্যানহোলের মধ্যে দেহ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকার কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিটে তিনটি ম্যানহোলে সাফাইয়ের কাজ চলাকালীন পুরকর্মীদের নজরে আসে ওই দেহ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পচা-গলা ওই দেহ উদ্ধার করে।

পাঞ্জাব বিধানসভার প্রেস গ্যালারি কমিটির কর্মকর্তারা ও সাংবাদিকরা আজ বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উপস্থিত ছিলেন পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সরকারি দলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ-সহ বিধানসভার আধিকারিকরা।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোমা ফাটিয়ে প্রেমিকাকে ডাকার চেষ্টা। এর জেরে শ্রীঘরে সেই প্রেমিক ও তার বন্ধু। বৈদ্যবাটির খামারডাঙার ঘটনা

প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেল পুলিশের

প্রতিবেদন : পুলিশের কাজের গতি, স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা আরও বাড়াতে রাজ্য পুলিশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেল গঠন করছে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক রাজীব কুমার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছেন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেলের প্রধান হিসেবে থাকবেন একজন অতিরিক্ত মহানির্দেশক পদমর্যাদার আধিকারিক। তাঁর অধীনেই কাজ করবে গোটা সেল। পাশাপাশি সদস্য হিসেবে একজন আইজি, ডিআইজি বা এসপি পদমর্যাদার আধিকারিক থাকবেন, যাঁরা সেলের কাজের সমন্বয়, নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।

এই সেলে কারিগরি সহায়তার জন্য দু'জন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে, যাঁরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত দেবেন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ ও রিসোর্স পার্সন নিয়োগেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ডিজি রাজীব কুমারের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই এআই সেল রাজ্যের পুলিশের নোডাল ইউনিট হিসেবে কাজ করবে। এর লক্ষ্য পুলিশের প্রশাসনিক এবং প্রযুক্তিগত কাজকর্মে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক ব্যবহার, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন।

সেলের অন্যতম প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে এআই ব্যবহারের নীতি ও কৌশল তৈরি ও আপডেট করা, পুলিশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও তদন্তে দক্ষতা বাড়ানো, রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ শাখার সঙ্গে সমন্বয় রেখে পাইলট এআই প্রকল্প গড়ে তোলা ও স্থাপন করা, আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যে এআই সাক্ষরতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংস্থা, স্টার্টআপ ও সরকারি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করে এআই-ভিত্তিক গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। তথ্য নিরাপত্তা ও ডেটা ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়াতে সেলকে ডেটা প্রোটেকশন গাইডলাইন তৈরি ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা, সাইবার নিরাপত্তা ও সরকারি মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা হবে। প্রতি পনেরো দিনে অন্তত একবার এআই সেলের বৈঠক হবে, যেখানে কাজের অগ্রগতি ও নতুন উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর সেলের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে হবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে।

এসআইআরের নেপথ্যে কোন খেলা

২০০২-এর ভোটার তালিকা থেকে নাম উধাও বসিরহাটে

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার খেলা শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। একদিন আগেই চুপিচুপি কারচুপির ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে সেই ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ফাঁস করল তৃণমূল। অভিযোগ, ২০০২-এর ভোটার লিস্ট বলে যেটা নির্বাচন কমিশন আপলোড করেছে তাতে আচমকা নাম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূলের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে কিছু বুথের তথ্য তুলে ধরে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই অভিযোগের সারবত্তা। এই মর্মে তৃণমূল শুক্রবার জানায়, এসআইআর ঘোষণার মুহূর্তেই খেলা শুরু হয়ে গেছে। আর ছবিটা স্পষ্ট, কুৎসিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পুরো প্রক্রিয়া ঠিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই নাটাবাড়ি, মাথাভাঙা, অশোকনগর ও এখন বসিরহাটে ভোটার তালিকা থেকে নাম উধাও হয়ে যাচ্ছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, শুধু বসিরহাটের একটি বুথেই অনলাইন তালিকায় ৮৫৯ থেকে ৮৯২ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরের জায়গাটা পুরো ফাঁকা। ২০০২ সালে যেসব নাম ছিল, আজ সেগুলো নেই। এটা স্পষ্টভাবে একটা পরিকল্পিত, কেন্দ্রীয় মদতপুষ্ট ভোটার মুছে ফেলার অপারেশন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এসআইআর মানে Silent Invisible Rigging। তাঁর কথার সমর্থনে তৃণমূল লিখেছে, দিল্লির তথাকথিত জনবিরোধী জমিদাররা তাদের কাঠের পুতুল প্রশাসনিক মেশিনারির সাহায্যে, ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের নামে বিশাল মাত্রায় বৈধ ভোটার মুছে ফেলার কাজে নেমেছে। কিন্তু বাংলা চুপ করে থাকবে না, কারণ বাংলার মানুষকে পরিকল্পিতভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাফ কথা, ভোটাধিকার কোনও দয়া নয়, এটি সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার। তাই একটিও বৈধ ভোটারের নামও যদি তালিকা থেকে কাটা হয়, আমরা সরাসরি নির্বাচন সদনের দরজায় গিয়ে প্রতিবাদ জানাব। নাম মুছে ভোট চুরি করার চেষ্টা করলে বাংলার মানুষ চুপ করে থাকবে না, রুখে দাঁড়াবে।

উল্লেখ্য, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে কোচবিহারের কিছু বুথের তথ্য তুলে ধরেন। আর শুক্রবার ফের একাধিক বুথ নিয়ে একই অভিযোগ সামনে আনল তৃণমূল।

দশম, দ্বাদশের পরীক্ষার দিন ঘোষিত হল

প্রতিবেদন: প্রকাশিত হল ২০২৬ সালের সিবিএসই বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার দিনক্ষণ। আগামী বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু সিবিএসইর দশম-দ্বাদশের বোর্ড পরীক্ষা। দশম শ্রেণির পরীক্ষা চলবে ১০ মার্চ পর্যন্ত। দ্বাদশের পরীক্ষা শেষ হবে ৯ এপ্রিল। আগামী বছর থেকেই দশম শ্রেণীতে দু'বার বোর্ড পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্বের পরীক্ষা ১০ মার্চ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ মে। পরীক্ষা শুরুর ১১০ দিন আগেই দিনক্ষণ ঘোষণা করল বোর্ড। লিখিত পরীক্ষা সাড়ে দশটা থেকে চলবে দেড়টা পর্যন্ত। কিছু বিষয়ের পরীক্ষা সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলবে।

রবিবার বন্ধ সেতু

প্রতিবেদন : ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রবিবার সেতুর তার ও বেয়ারিংস পরিবর্তন-সহ মেরামতি ও পুনর্বাসনের কাজের জন্য সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত যান বিকল্প রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটি-এর উদ্যোগে এই মেরামতির কাজ সম্পন্ন হবে।

থাবা বসিয়েছে গুলেন বারি সিনড্রোম
রক্ত বদলে চিকিৎসা ১১ বছরের শিশুর

প্রতিবেদন: পুজোর সময় ডায়েরিয়া হয়েছিল বছর ১১ শিশুটির। তারপর সেই সমস্যা সেরে গিয়ে পরীক্ষাও দিয়েছে সে। কিন্তু হঠাৎই হাত-পা অসার হতে শুরু করে। সঙ্গে ছিল শ্বাসকষ্ট, ধীরে ধীরে প্যারালাইসিস হয়ে আসছিল শিশুটি। হাসপাতালে নিয়ে এলে জানা যায় গুলেন বারি সিনড্রোমে আক্রান্ত সে। কিন্তু এই রোগের যা ওষুধ তার দাম প্রচুর। সেই ওষুধ দেওয়া হলেও শারীরিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি তাই অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ওই শিশুর শরীরের সম্পূর্ণ রক্ত পরিবর্তন করা হবে। আর এই প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী দু-তিনদিনের মধ্যেই। এই চিত্রটা পার্ক সার্কাস ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথের। এই হাসপাতালেই আপাতত আইসিউতে ভেন্টিলেশনে ভর্তি রয়েছে সপ্তম শ্রেণির ওই বালক।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রভাস প্রসূন গিরি জানান, প্রত্যেক বছরই আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় অন্যান্য রোগের মতো এই রোগও দেখা যায়। বিভিন্ন বয়সের এই রোগ হতে পারে। তবে পাঁচ বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে যাদের শরীরে ইমিউনিটি কম এবং বয়স্ক যাঁরা রয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই রোগে আক্রান্ত হলে তা মারাত্মক আকার নিতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত হলে নার্ভের সমস্যা দেখা দেয় হাত-পা অসার হতে শুরু করে এছাড়াও শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। যাদের পেটের সমস্যা রয়েছে তাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বেশি থাকে। তবে যারা একেবারে সুস্থ তাদেরও যে এই রোগ হবে না তেমন কোনও মানে নেই। এটি এমন একটি স্নায়বী রোগ যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। এর ফলে পেশির দুর্বলতা ও অসারতা দেখা দেয়।

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হল হাতে পায়ে দুর্বলতা ও ঝিঝি ধরা অনুভূত হওয়া। এর ফলে পক্ষাঘাত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তাই এই ধরনের কোনও লক্ষণ শরীরে দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়াও সাবধানতা বজায় রাখতে সুস্থ ডায়েট মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

চুরি, পাকড়াও অভিনেত্রী

প্রতিবেদন: গয়না চুরির দায়ে শ্রীঘরে টেলিভিশন অভিনেত্রী। নন্দরাম মার্কেটে গয়না চুরির দায়ে টেলিভিশন অভিনেত্রী রূপা দত্ত(৪২)কে গ্রেফতার করল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ওয়াচ সেকশন। ব্রাবোর্ন রোডের নন্দরাম মার্কেটের কাছে তাকে আটক করা হয়। গড়িয়াহাটের তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে সোনার গয়না। অভিযোগ, গত ১৫ অক্টোবর আদি বাঁশতলা লেনে কেনাকাটার সময় এক মহিলার ব্যাগ থেকে প্রায় ২০ গ্রামের মঙ্গলসূত্র, ২১ গ্রামের একটি সোনার চেন , দুটি সোনার বালা এবং নগদ ৪,০০০ টাকা চুরি যায়। অভিযোগ পেয়ে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর বিভিন্ন সূত্র ও তথ্যের ভিত্তিতে অভিনেত্রী রূপা দত্তকে গ্রেফতার করা হয়। তবে এই ঘটনা নতুন নয়, এর আগেও ২০২২ সালে কলকাতা বইমেলাতে পকেটমারির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে।

তৃতীয় শ্রেণিতে এআই

প্রতিবেদন: এবার সিবিএসই বোর্ডে তৃতীয় শ্রেণি থেকে পাঠ্যক্রমে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং বিষয় দুটি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিষয়ে দুটি পাঠ্যক্রমের যুক্ত করা হবে। এই নিয়েই ইতিমধ্যেই আইআইটি মাদ্রাজের ডেটা সায়েন্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভাগের অধ্যাপক কার্তিক রমনকে মাথায় রেখে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়া হয়েছে। দিল্লিতে এই সংক্রান্ত একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিবিএসই, এনসিইআরটি, কেভিএস, এনভিএস-সহ বিভিন্ন বোর্ডের বিশেষজ্ঞরা। সেখানে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওয় ফেডারেশনের আয়োজনে বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে বাংলা ছবির দুই জনপ্রিয় নায়ক দেব, জিৎ ও প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। শুক্রবার।

পূর্ব ভারতে ফের নজির, কুট্টুস সুস্থ আধঘণ্টার এন্ডোস্কপিতে

প্রতিবেদন : চারমাসের দুরন্ত কুট্টুস। খেলার ছলে গিলে নিয়েছিল সেতারের মিজরাব। বেলঘরিয়ার পশু হাসপাতালে কাটাছেঁড়া এড়াতে অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের দ্বারস্থ হয়েছিলেন লেকটাউনের পরিবার। তাতেই মুশকিল আসান। পূর্ব ভারতে ফের নজির গড়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে এন্ডোস্কপির মাধ্যমে সেই মিজরাব বের করে আধঘণ্টার মধ্যে ছোট্ট কুট্টুসকে সুস্থ করে তুলল প্রতীপ চক্রবর্তীর অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। সংস্থার দাবি, অস্ত্রোপচার ছাড়া এইভাবে এন্ডোস্কপির মাধ্যমে চারপেয়েদের শরীর থেকে 'ফরেন বডি' বের করার ব্যবস্থা পূর্ব ভারতে কোথাও নেই।

লেকটাউনের দে পরিবারের সদস্য বিগল প্রজাতির সারমেয় 'কুট্টুস'। কিছুদিন আগে দিদির সেতার-প্রশিক্ষকের আদর খেতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে মুখে পুরে ফেলে তাঁর মিজরাব বা সেতার বাজানোর প্লেকট্রাম। অভিভাবকরা ভেবেছিলেন, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সাতদিনেও কিছু না হওয়ায় কুট্টুসকে অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে নিয়ে যান পরিবার। সেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এন্ডোস্কপির মাধ্যমে বিনা রক্তপাতে মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই কুট্টুসের পেট থেকে সেই লোহার ফরেন বডি বের করে আনা হয়। নিশ্চিন্ত হয়ে অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজিক্যাল ল্যাব ও তাঁর সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছে কুট্টুসের পরিবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

1 November, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

রাজ্য সড়কের ধারে পানীয় জলাধারের সাব মার্সিবল পাম্প চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডীর মধ্যম কেন্দুয়া এলাকায়

ভুটান পাহাড়ের বৃষ্টিতে ফের ক্ষতির আশঙ্কা উত্তরে

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর, পাহাড়ে লাল সতর্কতা

■ তুষারে ঢাকল উত্তর সিকিম।

■ দার্জিলিংয়ে অবিরাম বৃষ্টি।

■ বীরপাড়ার গের্গেন্ডা নদীর সেতুতে ধস।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং: ফের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর। বিপদসীমার ওপরে বইছে নদী। ফুঁসছে তিস্তা, তোর্সা, বালাসন। পাহাড়ে জারি হয়েছে সতর্কতা। ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে আরও ক্ষতির আশঙ্কা করেছে হাওয়া অফিস। এরইমধ্যে শুক্রবার সকালে কালিম্পঙের ২৯ মাইলে ধস নামে। বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা। এছাড়াও প্রবল বৃষ্টি ও নদীর জল বেড়ে এশিয়ান হাইওয়েতে ও আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার গের্গেন্ডা নদীর সেতুর মুখে ফের নামল ধস। যার ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগকারী এশিয়ান হাইওয়ে ও ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে যান নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ। আবহাওয়া উপেক্ষা করেই প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। অতিরিক্ত বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দার্জিলিঙের চুংথুংয়ের মেরিবং প্রাথমিক স্কুলে গাছ ভেঙে পড়ে। এই সময় স্কুলে কোনও পড়ুয়া না থাকায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ভুটান সফর বাতিল করে শিলিগুড়ি থেকে ফিরে যান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। গত দু'দিন ধরে উত্তরের পাহাড় সমতলে চলছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। তবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে থাকে। শুক্রবারও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দার্জিলিঙের সরস মেলা। তবে সতর্কতার কারণে মেলা বন্ধ করা হলেও আবহাওয়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ফের মেলা বসবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। তিস্তার জল বৃষ্টি পাওয়ায় চিন্তায় তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা। পাহাড় সমতলে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই তুষারে ঢাকল সিকিম। পাহাড়ি অঞ্চল জুড়ে ফের শুরু হয়েছে মৌসুমি তুষারপাত। শুক্রবার সকাল থেকে পূর্ব ও উত্তর সিকিমের একাধিক উচ্চভূমি অঞ্চল। বিশেষ করে ছাঙ্গু, নাথুলা ও লাচুং সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছে। রাতভর চলা তুষারপাতের জেরে শুক্রবার সকাল নাগাদ সড়ক ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের গায়ে পড়েছে বরফের স্তর, যার প্রভাব পড়েছে যান চলাচলেও। উত্তর সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাচুং ও ইয়মথাং উপত্যকাতেও তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য ধরা পড়েছে। ইউমিসামডংয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাদা চাদরে ঢাকা, রাস্তাঘাট ও গাড়ি ঘন বরফে ঢেকে গিয়েছে।

প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধা

● প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণদিবস পালন করল রায়গঞ্জ পুরসভা। প্রতিবছরই এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। সেই মতোই শুক্রবার রায়গঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে শহরে ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণদিবস পালন করা হল। রায়গঞ্জ পুর বাসস্ট্যান্ডের সামনে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কাকার হাতে খুন

● কাকার হাতে খুন ভাইপো। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘটনা। নিহতের নাম মন্টু মণ্ডল। অভিযুক্ত কাকা ভরত মণ্ডল বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মন্টুর তিন মেয়ে ও এক ছেলে। মন্টুর এক মেয়ের সঙ্গে ভরতের ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। প্রায় ছ'মাস আগে ভরতের ছেলে মন্টুর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

সাফাইকর্মীদের সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: উৎসবে শহর পরিচ্ছন্ন রাখার গুরু দায়িত্ব যাঁরা পালন করলেন সেই সাফাইকর্মীদের এবার সংবর্ধনা দিল কালিয়াগঞ্জ যুব তৃণমূল। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে কালীপুজো এবং ছটপুজো, প্রতিটি উৎসবের মুহূর্তে শহরকে জঞ্জালমুক্ত করেছেন সাফাই কর্মীরা। তাই শুক্রবার কালিয়াগঞ্জ পুরসভা অফিস প্রাঙ্গণে তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। শহর যুব তৃণমূল সভাপতি রাজা ঘোষের নেতৃত্বে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার সাফাইকর্মীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা, উপপুরপ্রধান ঈশ্বর রজক সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে পুরসভার সাফাইকর্মীদের উত্তরীয় পরিয়ে হাতে গোলাপ ফুল ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়।

পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ

সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোথাও কোনও ময়লা আবর্জনা জমে থাকলে তার ছবি তুলে অ্যাপে আপলোড করলে সাফাইয়ের উদ্যোগ নেবে প্রশাসন। এমনই একটি অনলাইন অ্যাপ চালু করা হয়েছে শুক্রবার। রবীন্দ্রভবনে এমনই একটি অ্যাপের উদ্বোধন করেছেন কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্রা। নির্মল কোচবিহার গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবার কোচবিহার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ওয়েস্ট ট্র্যাক নামে এই অ্যাপ চালু করা হয়েছে। কোচবিহার জেলাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেই অভিনব উদ্যোগ। আজকের এই অনুষ্ঠানে কোচবিহার জেলাশাসক রাজু মিশ্রা ছাড়াও ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন সহ-সভাধিপতি

আব্দুল জলিল আহমেদ। অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কোথাও যদি নোংরা জমা থাকে আর কেউ যদি ছবি তুলে অ্যাপে নির্দিষ্ট জায়গার নাম উল্লেখ করলে দুই-একদিনের মধ্যেই সেই জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া হবে। কোচবিহার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য বেশ কিছু গ্রামপঞ্চায়েতকে বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

লোকালয়ে হাতির গতিবিধি জানতে করিডরে সিসি ক্যামেরা

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

ডুয়ার্সের বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় হাতির হানা বাড়ছে লোকালয়ে। দিন-রাত যেকোনও সময়ে জঙ্গল ছেড়ে হাতির পাল চলে আসছে লোকালয়ে। নষ্ট করছে ফসল, মারছে মানুষ। এই ঘটনায় রাশ টানতে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগ হাতির চলাচলের পরিচিত করিডরগুলির মধ্যে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌরচালিত সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন শুরু করেছে। বিশেষ করে যে সমস্ত পথে হাতিরা প্রায়ই বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে আসে। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে বনকর্মীরা কন্ট্রোল রুমে বসে টিভি স্ক্রিনে হাতির তাৎক্ষণিক গতিবিধির নজরদারি করে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিকে সতর্ক করতে ও ঘটনাস্থলে এলিফ্যান্ট স্কোয়াড পাঠাতে পারবে। এর মধ্যে দিয়ে রোধ করা যাবে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি। এছাড়াও বন দফতরের কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বরটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে শেয়ার করা হবে। পাশাপাশি মানুষ যে কোনও বিপদে যে নম্বরে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সেই 'ডায়াল ১০০' এই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গেও যুক্ত থাকবে। যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে বন দফতরের কন্ট্রোল রুমে

■ লোকালয়ে সৌরচালিত সিসিটিভি বসানোর কাজ চলছে।

ফোন না করেও ১০০ নম্বরে ফোন করলে, তখন সেই কলটি বন বিভাগের কন্ট্রোল রুমে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এরপর সেই কলের তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত এলিফ্যান্ট স্কোয়াড ময়দানে নামবে। যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে তাতে কন্ট্রোল রুমটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছে বন দফতর। এবং এই মুহূর্তে মোট ২৯ এলিফ্যান্ট স্কোয়াড কাজ করছে জলদাপাড়া বিভাগে। এর পাশাপাশি এই কন্ট্রোল রুম স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আরও ৩টি স্কোয়াড নতুন করে কাজ শুরু করেছে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
1 November, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

এবার অন্ধ্রে বাঙালি শ্রমিকের মৃতদেহ মিলল রেললাইনে

সংবাদদাতা, বীরভূম : এবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অন্যতম সহযোগী দল তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান তথা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে বীরভূমের বাঙালি যুবকের রহস্যমৃত্যু। ট্রেনলাইনে রক্তাক্ত অবস্থায় কার কাঁকিনাড়া স্টেশনের পুলিশ উদ্ধার করল বীরভূমের নানুর থানার বড়গ্রামের ১৮ বছরের যুবক দুধকুমার বাগদির মৃতদেহ। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ইতিমধ্যে তৃণমূলের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে, কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য মেরে ফেলা হয়েছে এই বাঙালি যুবককে। আঠারো বছরে পা দেওয়া এই যুবক অন্ধ্রপ্রদেশে একটি রুটি কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্ধ্রের কাঁকিনাড়া স্টেশনে যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায় বলে রেল পুলিশ সূত্রে নানুর থানার পুলিশকে জানানো হয়। এরপরেই নানুর থানার পুলিশ যুবকের পরিবারকে খবর দেয়। দুধকুমারের মা অন্ধ্রপ্রদেশ রওনা হয়েছেন ছেলের দেহ আনার জন্য। খবর পেয়ে মৃত যুবকের বাড়িতে পৌঁছন বীরভূম জেলা পরিষদ সভাধিপতি কাজল শেখ। সেখানে দুধকুমারের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে কাজল বলেন, অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। কর্মসূত্রে ভারতের যে কোনও রাজ্যের মানুষ নিজের পছন্দমতো যে কোনও রাজ্যে যেতে পারে। আমরা শুনতে পেলাম, দুধকুমার বাগদির মৃতদেহ ট্রেন লাইনে পাওয়া গিয়েছে। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর, একজন যুবক কাজ করতে যাচ্ছে আর তার মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে ট্রেন লাইনের উপরে। বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি এটাই আমাদের অপরাধ। পরিবারের দাবি দুধকুমার ছোট থেকেই শান্ত স্বভাবের ছেলে। অকারণ কারও সঙ্গে ঝামেলায় জড়ায়নি। তাঁদের ধারণা, বাংলায় কথা বলার জন্যই তাঁদের ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে।

■ বড়গ্রামে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে কাজল শেখ।

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য উদয়

প্রতিবেদন : আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতার বোস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর তথা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস ল্যাবরেটরি অফ মলিকিউলার মেডিসিনের অধ্যাপক উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুধবার নিয়োগ করেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। দেশ-বিদেশের ১৮টি সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর ৩৩ বছরের কর্মজীবনে বহু গবেষণাধর্মী কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। বছর দুই কোনও উপাচার্য ছিল না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার স্থায়ী উপাচার্য পেল। বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নতুন উপাচার্য। শিক্ষক ও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন।

কাঁকসার বিডিও হলেন সৌরভ

সংবাদদাতা, কাঁকসা : কাঁকসা ব্লকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সৌরভ গুপ্তা শুক্রবার থেকেই। তিনি কুলপি ব্লকে কর্মরত ছিলেন। বদলি হয়ে এসে আজ থেকেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আগে কাঁকসায় বিডিও ছিলেন পর্ণা দে। প্রায় দুই বছরের বেশি সময় তিনি কাঁকসার বিডিও ছিলেন। তাঁকে বদলি করা হয় বারুইপুরে। শুক্রবার দুপুরে ফুলের তোড়া দিয়ে নতুন বিডিওকে স্বাগত জানান পর্ণা। পাশাপশি কাঁকসা ব্লকের সমস্ত দায়িত্বভার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নতুন জেলাশাসক হিসেবে শুক্রবার বিজিন কৃষ্ণা কার্যভার গ্রহণ করার পর তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে জেলা সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি-সহ অন্যরা।

■ অভিযুক্তরা আদালতের পথে।

দুর্গাপুর কাণ্ডে জেল হেফাজত ছয়জনের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : আইকিউ সিটি কাণ্ডে শুক্রবার ধৃতদের ফের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। শেখ সফিক ও রিয়াজউদ্দিনের পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হলে বিচারক তা খারিজ করে দেন। ছয়জনেরই একদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিচারককে সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনার পিছনে কী কারণ রয়েছে সেইগুলির সিসিটিভি ফুটেজ পেনড্রাইভের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। চার্জশিটে সমস্ত তথ্য দেওয়া আছে। তারপরেই লিগ্যাল এইড আইনজীবী বলেন, তিনজন প্রথমে ঘটনা ঘটিয়েছিল। নির্যাতন চালানোর পর মোবাইল ছিনতাই করে পালায়। তারা চলে যাওয়ার পর শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখ ২০০ টাকা ডাকাতি করেছিল এবং তাদের ফোন থেকে ছিনতাই যাওয়া ফোনে ফোন করেছিল। যেহেতু তারা ফোন করেছিল, সেজন্য তাদের বিরুদ্ধেও একাধিক ধারা দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় অতিরিক্ত দায়রা আদালতে পরবর্তী শুনানি হবে।

ক্লাসে আত্মঘাতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

সংবাদদাতা, সবং : স্কুলের ভিতর থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার ভোরের ঘটনা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত দশগ্রাম সতীশচন্দ্র সর্বার্থসাধক শিক্ষাসদন হাইস্কুলে। মৃত ছাত্রের নাম অভিনন্দন সামন্ত (১৮)। বাড়ি বিষ্ণুপুর অঞ্চলে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোরে অভিনন্দনকে হস্টেলের ভিতর দেখতে না পেয়ে বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায় ছাত্ররা। খোঁজাখুঁজির পর স্কুলের রুম থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তড়িঘড়ি তাকে সবং গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসকরা ওই ছাত্রকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শোকের ছায়া নেমে আসে স্কুলে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার আশঙ্কা করলেও, মৃত্যুর আসল কারণ এখনো স্পষ্ট নয়।

জানা গিয়েছে, করোনার সময় অভিনন্দনের বাবা মারা যান। এর বছর দুই পরে এক প্রতিবেশী ভদ্রলোককে বিয়ে করেন ওঁর মা। অনেকের ধারণা মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে পারেনি অভিনন্দন। এমনও হতে পারে, গ্রামের বাড়িতে মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে বুলিং হতে হয়েছে। তাতেই হয়তো বিষাদগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে পারে। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।

পাতা কুড়োতে গিয়ে হাতির হানায় আহত

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : জঙ্গলমহল এলাকায় ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি বাড়ছে হাতির হানায় আহত মানুষের সংখ্যা। বন দফতর জঙ্গলে না যাওয়ার সতর্কবার্তা দিলেও রোজকার প্রয়োজনে জঙ্গলমহলের মানুষকে জঙ্গলে যেতেই হচ্ছে। শুক্রবার গবাদি পশুর খাওয়ার পাতা সংগ্রহে জঙ্গলে গিয়ে হাতির হানায় আহত হলেন গুড়গুড়িপাল থানার চড়রাশোলের বাসিন্দা মনোরঞ্জন মাহাত। উল্লেখ্য, গত শনিবার ভোরে স্বামীর সঙ্গে জমির ফসলের ক্ষতি দেখতে গিয়ে হাতির হানায় আহত হন এক মহিলা। এক সপ্তাহ না পেরোতেই ফের হাতির হানায় মেদিনীপুর সদরের চাঁদড়া রেঞ্জের ভালুক খুলিয়ায় আহত মনোরঞ্জনবাবু। পরিবার জানায়, নিত্যদিনের মতোই গবাদি পশুর জন্য জঙ্গল গিয়েছিলেন পাতা সংগ্রহে। অন্যেরা ফিরে এলেও বেলা পর্যন্ত মনোরঞ্জন না ফেরায় বাড়ির লোক খোঁজখবর শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে দেখেন জখম হয়ে পড়ে আছেন তিনি। আশপাশের একাধিক গাছ ভাঙা আর রয়েছে হাতির পায়ের ছাপও।

মন্থার প্রভাবে বর্ধমানে সুগন্ধী ধানের ক্ষতির আশঙ্কা

রাজেশ খান ● বর্ধমান

মন্থা-র প্রভাবে পূর্ব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর এলাকায় খাস বা সুগন্ধী ধানচাষিদের মাথায় হাত। দক্ষিণ দামোদরের একাধিক এলাকায় ধান মাটিতে শুয়ে পড়েছে। জমিতে জল থাকায় সমস্যা বেড়েছে। চা-গ্রামের চাষি সুব্রতকুমার দত্ত জানিয়েছেন, গতবছর যাঁরা খাসধান বা গোবিন্দভোগের চাষ করেছিলেন, তাঁরা খুব ভাল দাম পেয়েছেন। তাই এবার অনেকেই ছত্রিশ বা অন্য আমন ধানের পরিবর্তে গোবিন্দভোগ চাষ করেছেন। ডিসেম্বর থেকেই ধান কাটা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই ধান ফলতে শুরু করেছে। বৃষ্টিজনিত কারণে একটু দেরিতে রোপণ করা হলেও গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়েছিল। এই অবস্থায় গত তিনদিন ধরে ভারী বৃষ্টি এবং সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে বহু জমিতে গাছ মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ফলে ফলন ব্যাপক হারে মার খাবে। সুব্রত জানিয়েছেন, তিনি ২০ বিঘেতে গোবিন্দভোগ চাষ করেছিলেন। অর্ধেকের বেশি জমিতে ধান শুয়ে পড়েছে। তাঁর ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা খরচ করেন। আশা ছিল, বিঘাপ্রতি আট বস্তা ধান পাবেন। কিন্তু মান্থার প্রভাবে বড়সড় লোকসানের মুখে পড়তে চলেছেন। একই অবস্থা অন্য গ্রামের চাষিদেরও। যদিও জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব মণ্ডল জানিয়েছেন, দক্ষিণ দামোদর এলাকাতেই এই সুগন্ধী ধানের চাষ হয়। এখনও পর্যন্ত কৃষি দফতরের যে রিপোর্ট তিনি পেয়েছেন তাতে ১০-১৫ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে। এখনও সময় আছে। শুক্রবার পর্যন্ত শস্যবিমার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল। যে সমস্ত চাষি বিমা করিয়েছেন, তাঁদের ক্ষতির বিষয়টি দফতরের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হবে।

দুর্গাপুর কোকওভেন থানার ডিপিএল প্রশাসনিক ভবনের পাশের মাঠে শুক্রবার উদ্ধার হয় তিনদিন নিখোঁজ লেবারহাট নুনিয়াপাড়ার করণ চৌহানের (২২) পচাগলা মৃতদেহ। পরিবারের খুনের অভিযোগে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে

দুই জেলার জঙ্গলমহলে লেপার্ড-আতঙ্ক, সতর্ক বন দফতর

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ও গড়বেতা : বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ রেঞ্জের উপরশোল বিটের পচাডহরা এলাকায় বাঁকাদহ-জয়রামবাটি জঙ্গল লাগোয়া সড়কে পূর্ণবয়স্ক একটি লেপার্ডের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। বন দফতরের প্রাথমিক অনুমান, দ্রুতগামী কোনও গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে। এলাকায় এই প্রথম লেপার্ডের উপস্থিতি প্রমাণ হওয়ায় আতঙ্কিত মানুষ। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীররাতে বন দফতরের কাছে খবর আসে লেপার্ডের মৃতদেহ পড়ে আছে রাস্তায়। বনকর্মীরা দ্রুত পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগে পাঠান। পূর্ণবয়স্ক লেপার্ডটির শরীরে বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। যা দেখে প্রাথমিক অনুমান, পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। পুরুষ লেপার্ডটির সঙ্গিনী সংলগ্ন জঙ্গলে থাকতে পারে ধারণা করে এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের ১৫ সদস্যকে নিয়ে রাতভর জঙ্গলে তল্লাশি চালায় বন দফতর। জঙ্গলে লেপার্ডের একাধিক পায়ের ছাপ মিলেছে বলেও জানা গিয়েছে। এর আগে পুরুলিয়ায় বন দফতরের পাতা ট্র্যাপ ক্যামেরায় লেপার্ড পরিবারের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। তার পর এবার বাঁকুড়ায় লেপার্ডের মৃত্যুতে বন দফতর নিশ্চিত, বাঁকুড়ার জঙ্গলেও লেপার্ড রয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ ঘিরে ছড়ায় 'বাঘ'-আতঙ্ক। যদিও আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে বন দফতর। এলাকায় চলছে টহলদারি ও মাইকিং।

মৃত লেপার্ডের সঙ্গিনীর খোঁজে রাতভর জঙ্গল-তল্লাশি

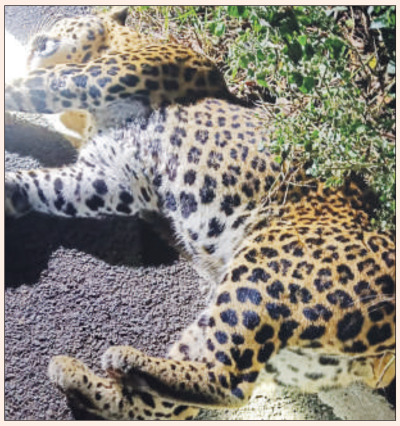

■ গড়বেতায় অজানা প্রাণীর পায়ের ছাপ। বাঁদিকে, বিষ্ণুপুরে প্রাপ্তবয়স্ক লেপার্ডের দেহ উদ্ধার।

বৃহস্পতিবার রাতেই বিষ্ণুপুর বনাঞ্চলে লেপার্ডের মৃতদেহ উদ্ধারের পর এবার ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার বোস্টম মোড়ের কৃষিজমিতে মিলল অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ। খবর জানাজানি হতে এলাকায় যান বনকর্মীরা। যদিও বাঘের পায়ের ছাপ কিনা তা নিশ্চিত করেনি বন বিভাগ। তবে লেপার্ডের মৃত্যু এবং পায়ের ছাপ ঘিরে তদন্ত শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীদের অনুমান, লেপার্ডের সঙ্গিনী থাকতে পারে এই জঙ্গলে। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে জঙ্গল চত্বর। সজাগ দৃষ্টি রেখেছে বন বিভাগ। গড়বেতার রেঞ্জ আধিকারিক বিশ্বজিৎ মুদিকড়া জানান, অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ কোন বন্যপ্রাণীর তা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পাড়া শিবিরে মানুষের চাহিদামতো শুরু হল ১ কোটির উন্নয়ন-কাজ

সংবাদদাতা, মহিষাদল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সূচনা হওয়া 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে বেশ কয়েক মাস ধরে কয়েক কোটি মানুষ অংশ নিয়েছেন। প্রতিশ্রুতিমতো এবার তাঁদের দাবি মেটাতে বহু অঞ্চলেই শুরু হয়েছে একাধিক উন্নয়ন-কাজ। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীর হাত ধরে শুরু হল কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ। মহিষাদল ব্লকের লক্ষ্যা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ১৩টি বুধ মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার কাজের সূচনা করেন বিধায়ক। ১৭৮ নং বুথে সূচনা হয় প্রায় ৭ লক্ষ টাকার বেশি কাজ। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, জেলা পরিষদের সীমা মাইতি, অঞ্চল প্রধান সুদর্শন মাইতি, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ঘনশ্যাম দেবনাথ, কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ছবিলাল মাইতি-সহ অন্যরা। অধিকাংশই রাস্তার কাজ বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলে বসানো হবে জলের পাম্প। প্রশাসনকে জানানোর কয়েকদিনের মধ্যেই কাজের বাস্তবায়নে খুশি এলাকার মানুষও। বিধায়ক বলেন, এই হলেন আমাদের জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের কী চাই, কোনটা আগে চাই সেটা মানুষকেই ঠিক করতে দিয়েছেন তিনি। বিজেপি শুধু ভোট এলে আসবে। কিন্তু আমাদের সরকার সুখে-দুঃখে সবসময় মানুষের পাশে থাকে। পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে উন্নয়ন যজ্ঞের বাস্তবায়ন আর কোনও রাজ্যে পাওয়া যাবে না।

মহিষাদল

■ উন্নয়ন কাজের সূচনায় বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী প্রমুখ।

জঙ্গলমহল সাহিত্য উৎসবের সূচনায় ব্রাত্য, শিল্পসাহিত্যের উন্নয়ন, বিকাশ চান মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বিভাজন নয়, পক্ষপাত নয়। বাংলার প্রতিটি এলাকার শিল্পসাহিত্যের বিকাশ চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজে জেলায় জেলায় হাজির হন সার্বিক উন্নয়ন দেখতে। জঙ্গলমহলের শিল্পসাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশ চান তিনি। সেই লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে জঙ্গলমহল সাহিত্য উৎসব। শুক্রবার পুরুলিয়ার নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়ে এ বছরের জঙ্গলমহল সাহিত্য উৎসবের সূচনা করে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনদিন চলবে উৎসব। ডাক পেয়েছেন জেলার তাবৎ সাহিত্যকর্মী। ব্রাত্য বলেন, আগামী দিনে এই উৎসব ইতিহাস হয়ে থাকবে। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বারবার তুলে ধরেন জঙ্গলমহলের অতীত গৌরবকে। ব্রিটিশ যুগে এই জঙ্গলমহলে কাশীপুর রাজবাড়িতে আইন উপদেষ্টা পদে চাকরি করতে যান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সে কথার উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানভূমের ঝুমুর, টুসু, ভাদু গান মোহিত করে গোটা বাংলাকে। এই এলাকার সাহিত্য তার নিজস্বতায় উজ্জ্বল। সাহিত্যের বিকাশে এখানে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল বাশার, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, বিধায়ক সুশান্ত মাহাত-সহ বহু বিশিষ্টজন।

■ জঙ্গলমহল সাহিত্য উৎসবের সূচনায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বিএলএ, জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সভায় প্রচারিত অভিষেকের বক্তব্য

সংবাদদাতা, ঘাটাল : শুক্রবার বিকেলে ডেবরা অডিটোরিয়াম হলে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে জেলার চারটি ব্লকের বিএলএ, বিএলএ ২ এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি। ছিলেন ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী, চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মাইতি, মাইনরিটি সেল সভাপতি শেখ নজরুল ইসলাম-সহ ডেবরা, সবং, পিংলা ও খড়্গপুর ২ ব্লকের নেতৃত্ব। এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন অজিত ও হুমায়ুন। জায়েন্ট স্ক্রিনে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল বক্তব্য শোনেন দলের নেতা-কর্মীরা।

■ ডেবরার সভায় জেলা সভাপতি, বিধায়ক।

সারদা-ভিটেয় ১৫০ বছরের জগদ্ধাত্রী পুজো

সংবাদদাতা, জয়রামবাটি : প্রায় দেড়শো বছরের রীতি মেনে শুক্রবার জয়রামবাটিতে মা সারদার জন্মভিটেতে হল জগদ্ধাত্রী পুজো। সকাল থেকে মাতৃমন্দিরের উদ্যোগে শুরু হয় পুজোপাঠ। মা সারদার স্মৃতিবিজড়িত এই পুজো দেখতে সকাল থেকেই ভিড় জমান দেশবিদেশের পুণ্যার্থীরা। একসময় সারদা-জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী সারা বছর চাল সঞ্চয় করে কালীপুজোর দিন তা নৈবেদ্য হিসাবে পৌঁছে দিতেন গ্রামের নব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির মন্দিরে। ১৮৭৭ সালে চাল মন্দিরে দিতে গেলে অজ্ঞাত কারণে নিতে অস্বীকার করে পরিবার। মর্মাহত শ্যামাসুন্দরী কালীপুজোর জন্য সঞ্চিত চাল দিয়ে কী করবেন ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েন। জনশ্রুতি, সেই রাতেই শ্যামাসুন্দরী স্বপ্নে দেবী জগদ্ধাত্রীকে দেখেন। তিনি স্বপ্নাদেশ দেন, ওই চালে তাঁর পুজো দিতে। সেইমতো ১৮৭৭ সালে নিজের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেন তিনি। তারপর থেকে প্রতি বছর জয়রামবাটিতে সেই পুজো হয়ে আসছে। শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যুর পর পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব নেন মা সারদা। ১৯১৯ পর্যন্ত আমৃত্যু নিজে পুজোর আয়োজন করতেন। পরে রামকৃষ্ণ মিশন মায়ের জন্মভিটেয় মাতৃমন্দির স্থাপন করে তাদের উদ্যোগে রীতি মেনে এই পুজো শুরু করে।

রাবীন্দ্রিক সাজে তৈরি জগদ্ধাত্রী পুজোমণ্ডপ

● আসানসোল শিল্পাঞ্চলে মহীশিলা কলোনির দেশবন্ধু ইউনাইটেড ক্লাবের ২৯তম জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ সেজেছে গীতাঞ্জলি-সহ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায়। পুজো উপলক্ষে ১০ দিন ধরে চলবে মেলা।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোচবিহারে শুরু হচ্ছে নাট্যমেলা

● মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাদেমির উদ্যোগে কোচবিহারে নাট্যমেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে কোচবিহার জলপাইগুড়ি, মালদহ, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, চন্দননগর, আসানসোল, পানিহাটি, জয়নগর, কলকাতা সহ আগামী একমাস ব্যাপী এই নাট্য মেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকদিন থাকছে, সন্ধে সাড়ে ছ'টায় দুটি করে স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। কোচবিহার জেলায় ৬টি নাট্য দল, আলিপুরদুয়ারের ২টি নাট্যদল উপস্থিত থাকবে অনুষ্ঠানে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে এই নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

অনুপ্রবেশকারী ধৃত

● পুলিশের হাতে গ্রেফতার অনুপ্রবেশকারী। শুক্রবার ইসলামপুরের পণ্ডিতপোতা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাভিটা এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাকে পাকড়াও করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি বাংলাদেশের বালিয়াডাঙা থানার এলাকায়। তার নাম পঞ্চানন পাল। যদিও তার কাছ থেকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে শুরু করে ভারতীয় পাসপোর্ট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সবই রয়েছে। ভারতে তার নাম রূপায়ণ পাল। দিল্লির গুরগাঁওতে একটি কোম্পানিতে ভুয়ো পরিচয়ে কাজ করত বলে জানা গিয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশের সাফল্য

● জানালা খুলে লাঠি ঢুকিয়ে ব্যাগ ও মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। অভিযোগের ভিত্তিতে এনজেপি থানার পুলিশ চোরকে পাকড়াও করে। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মোড়বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে এক যুবককে আটক করে তাকে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দামি মোবাইল ও নগদ ২০০০ টাকা। প্রথমে মোবাইলটি নিজের বলে দাবি করলেও পরবর্তীতে পুলিশি তদন্ত করে জানতে পারে মোবাইলটি সেই চুরি যাওয়া মোবাইল।

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এনজেপি থানায় নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্ত স্বীকার করে যে সেটি চুরির মোবাইল। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। অন্যদিকে আইনি প্রক্রিয়ায় উদ্ধার হওয়া সামগ্রী প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এনজেপি থানার পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে
খাইরুলের বাড়িতে উদয়ন

সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে খাইরুলের বাড়িতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। ভোটার তালিকায় নাম বিভ্রাটের জেরে এসআইআর আতঙ্কে বিষ খেয়ে অসুস্থ গ্রামবাসীর বাড়িতে গেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন ওই বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। পাশাপাশি এই দুশ্চিন্তায় থাকা পরিবারের পাশে থাকার কথা দেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সহ দিনহাটা ২ ব্লকের সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য ও দলের কর্মীরা এই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। ওই বুথের ভোটার তালিকাও খতিয়ে দেখেছেন মন্ত্রী। উদয়ন গুহ এদিন বলেন, বাড়ি বাড়ি এলাকায় বিএলও আসবেন। সঙ্গে দলের লোকও থাকবেন। সবাই মিলে এই ফর্ম পূরণ করতে হবে। কারোর এলাকার আত্মীয়-স্বজন যদি বাইরে থাকেন তাদেরও ডেকে নিয়ে আসেন যাতে কারও নাম বাদ না যায়। জানা গেছে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর আপাতত অসুস্থ অবস্থায় কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন আছেন দিনহাটার বাসিন্দা খইরুল শেখ। বৃহস্পতিবার রাতে মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থা খোঁজ নিয়েছিলেন মন্ত্রী।

■ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার কথা দিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

নবরূপে শুরু অদ্বিতীয়া ছায়া ক্যান্টিন

সংবাদদাতা, মালদহ: মালদহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও গাজোল ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় নতুন রূপে সেজে উঠল 'অদ্বিতীয়া খাদ্য ছায়া ক্যান্টিন'। শুক্রবার দুপুরে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লক ক্যাম্পাসে এই ক্যান্টিনের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গাজোলের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস, জেলা ডিআরডিসি আধিকারিক সঞ্জয় কুমার হাওলাদার, গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন সহ অন্যান্য আধিকারিক ও সদস্যরা। আগে থেকেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা পরিচালিত এই ক্যান্টিন স্থানীয়দের প্রিয় ঠিকানা ছিল। এবার প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেটির সম্পূর্ণ সংস্কার করা হয়েছে। আধুনিক সাজে, আরও সুন্দর পরিবেশে ও উন্নত পরিষেবার মাধ্যমে আবারও শুরু হল ক্যান্টিনের কার্যক্রম। আগামী দিনে সেখানে মিলবে স্বল্প মূল্যের ফাস্ট ফুড-সহ নানা ধরনের স্বাস্থ্যকর খাবার। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, প্রশাসনের এই পদক্ষেপ শুধু স্বাদেই নয়, নারীদের স্বনির্ভরতার দিকেও বড় পদক্ষেপ। নতুন চেহারায় 'অদ্বিতীয়া ছায়া ক্যান্টিন' এখন গাজোলবাসীর কাছে এক অনন্য গর্বের প্রতীক।

গাজোল

■ উদ্বোধনে বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস-সহ বিশিষ্টরা।

মহিলাদের স্বনির্ভরে পুলিশি উদ্যোগ

সংবাদদাতা, মালদহ: পুলিশের উদ্যোগে শুক্রবার এক অনন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় হবিবপুর থানায়। এদিন হবিবপুর থানার সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫ জন মহিলার হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিলেন মালদহ জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব। সমাজের প্রান্তিক মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে পুলিশের এই উদ্যোগে উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে উপস্থিত মহিলাদের মুখে। শুধু সেলাই মেশিন বিতরণই নয়, একই মঞ্চ থেকে উদ্বোধন করা হয় হবিবপুর থানার নবনির্মিত রেকর্ড রুম, আধুনিক ক্যান্টিন, সেলুন-লন্ড্রি এবং মৃতদেহ রাখার মর্গ। এসব পরিকাঠামো চালু হওয়ায় থানার প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও গতি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন পুলিশ সুপার। মালদহ জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, পুলিশ শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা নয়, সমাজের উন্নয়নেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে চায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর থানার আইসি শোভন কর্মকার, বাবাই ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ মুর্মু, রেজিনা মুর্মু সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা। সার্বিকভাবে পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

■ হবিবপুরে ২৫জন মহিলার হাতে দেওয়া হল সেলাই মেশিন।

■ মা পুলমা দাসের সঙ্গে কৃতী মনীষা।

ইউপিএসসিতে দেশের মধ্যে সপ্তদশ স্থানে রায়গঞ্জের মনীষা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ইউপিএসসি পরীক্ষায় রায়গঞ্জের মেয়ে মনীষা দাসের সাফল্য। ইউপিএসসি পরিচালিত জিওফিজিসিস্ট পরীক্ষায় সারা দেশে সপ্তদশ স্থান অর্জন করেছেন রায়গঞ্জের কলেজপাড়ার মেয়ে মনীষা দাস। মনীষা বর্তমানে জয়পুরে। ২৯ অক্টোবর রাতে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গিয়েছে, সমগ্র দেশের মধ্যে সপ্তদশ স্থান অধিকার করেছেন মনীষা। মনীষার বাবা শঙ্কর দাস পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং মা পুলমা দাস গৃহবধূ। মেয়ের সাফল্যে খুশি তারা। রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুল থেকে ২০১৩ সালে মাধ্যমিক ও ২০১৫ সালে রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন মনীষা। ২০১৮ সালে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক এবং ২০২০ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আইএসএম ধানবাদে ভূপদার্থবিদ্যা নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করেন। তাঁর স্বামী অমৃত দাসও ২০২২ সালের একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে রাজস্থানে জিওফিজিসিস্ট হিসেবে কর্মরত। ২০২৩ সাল থেকেই এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলেন মনীষা। গত বছরও ইন্টারভিউ পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু সামান্য ব্যবধানে সাফল্য অধরা ছিলো। এরপর আসানসোলের এক বেসরকারি মাইনিং কোম্পানিতে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু পরে চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণ মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন তিনি। আরও বলেন, কলেজে পড়ার সময় জিওফিজিক্স বিষয়ে অনেকেই খুব বেশি জানেন না। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা চাইলে এই ক্ষেত্র বেছে নিতে পারেন। তবে শূন্যপদ সীমিত হওয়ায় আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায় বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। রায়গঞ্জের এই তরুণীর সাফল্যে গর্বিত উত্তর দিনাজপুরবাসীরা।

নাম নেই তালিকায়, আতঙ্ক গ্রামবাসীর পাশে দাঁড়াল দল

সংবাদদাতা, কোচবিহার: অনলাইনে ভোটার তালিকায় এলাকাবাসীর নাম উধাও। শুক্রবার ওই এলাকায় গেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় সহ দলের নেতৃত্বরা। নাটাবাড়ি বিধানসভার খাপাইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রায়পাড়া ৮/২ নম্বর বুথ এখন কোচবিহার উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত। এখন এই বুথের নম্বর ৩/৩০৩। এই এলাকার বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই এব্যাপারে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। পার্থপ্রতিম রায় বলেন, গোটা গ্রাম জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে সকলকে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে চক্রান্ত করছে। আমরা আতঙ্কিত পরিবার গুলির পাশে আছি।

■ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায়।

আবার কাশির সিরাপ খেয়ে মৃত্যু হল ৫ মাসের এক শিশুর। মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারায় বিষাক্ত আয়ুর্বেদিক সিরাপ খেয়েই এই ঘটনা বলে জানা গেছে। মধ্যপ্রদেশেই বিষাক্ত কাশির সিরাপ খেয়ে কিছুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছিল অন্তত ২৪ শিশুর

অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রের ব্যর্থতা

মোদিকে মুখের উপর জবাব দিল তৃণমূল

নয়াদিল্লি: গুজরাতে প্রধানমন্ত্রী মোদির অনুপ্রবেশ নিয়ে লম্বাচওড়া কথা ও মিথ্যাচারের মুখের উপর জবাব দিল তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন প্রধানমন্ত্রীকে রীতিমতো তুলোধোনা করে বলেছেন, অবিলম্বে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পদত্যাগ করুন। তাঁর মন্তব্য, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই দায়িত্ব সামলাতে ব্যর্থ হলে এই পদ থেকে এখনই ইস্তফা দেওয়া উচিত তাঁর। মোদির উচিত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলা। এদিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতেও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে নিয়ে নির্লজ্জ রাজনীতির প্রতিফলন দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী ভাষণে। গুজরাতে সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করলেন অনুপ্রবেশ নিয়ে নির্লজ্জ রাজনীতির উদ্দেশ্যে। বিরোধীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে নিজের পীঠ বাঁচাতে চাইলেন। কিন্তু বিএসএফ তো কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন। আন্তর্জাতিক সীমান্তে অনুপ্রবেশ আটকানোর দায়িত্ব তো তাদেরই। অর্থাৎ যাঁর হাতে দেশের একতা সুরক্ষা রক্ষার দায়িত্ব সেই প্রধানমন্ত্রী নিজের পিঠ বাঁচাতে উল্টো কথা বলছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন। অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর কথা বলে নিজেদেরই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন। লক্ষণীয়, অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রের ব্যর্থতা বহুবারই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে করিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রের দায়িত্বের কথা। তবুও শিক্ষা নেয়নি নরেন্দ্র মোদির সরকার।

ধর্ষণ ও নারীপাচার, ৮ বছরের জেল বাংলাদেশির

প্রশাসনের অপদার্থতায় বিজেপির মহারাষ্ট্রে অনুপ্রবেশকারীদের দাপট

মুম্বই: অনুপ্রবেশ নিয়ে বাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত মিথ্যাচার চালিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ব্যস্ত বিজেপি। অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর নিদান দিচ্ছেন মোদি। অথচ তাদের নিজেদের শাসিত রাজ্যেই শুধু অনুপ্রবেশ নয়, ধর্ষণ এবং নারীপাচারের মতো ন্যক্কারজনক কাজও অবাধে চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা বাংলাদেশিরা। গেরুয়া রাজ্য মহারাষ্ট্রই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বাংলাদেশ থেকে ২ নাবালিকাকে এদেশে পাচার করে তাদের ধর্ষণ করেছিল এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। এই অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ২ নির্যাতিতাকে মুম্বইয়ের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধারও করেছিল পুলিশ। ২০১৭ সালের ঘটনা। সেই মামলাতেই ধর্ষণের দায়ে জসিম সবুর মোল্লা নামে ২৬ বছরের ওই বাংলাদেশি যুবককে ৮ বছরের সাজা দিয়েছে মহারাষ্ট্রের আদালত। শুধু জসিমই নয়, তার স্ত্রী মুর্শেদা এবং আত্মীয় জানাকেও অনুপ্রবেশ এবং

অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের অপরাধে এবং বিদেশি নাগরিক আইনে ৫ বছরের কারাবাসের আদেশ দিয়েছে আদালত। তাদের বিরুদ্ধে জাল পাসপোর্ট ব্যবহারের অভিযোগেরও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আদালতে। এই ঘটনাই প্রমাণ করছে, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা তো দূরের কথা, বিজেপি-প্রশাসনের অপদার্থতার সুযোগে ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে দাপটের সঙ্গে অসামাজিক এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম করে চলেছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। নির্বিকার গেরুয়া সরকার।

লক্ষণীয়, দিনকয়েক আগেই উত্তর-পূর্বের সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরাতেও ধরা পড়েছিল ৩ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল দালালচক্র এবং জাল আধার কার্ড চক্র। বেআব্রু হয়ে গিয়েছিল, কীভাবে মোটা টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করিয়ে দেয় দালালরা। তারপরে এদেশে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে কীভাবে তাদের এদেশে থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় জাল আধার কার্ডেরও। শুধু ওই ৩ জনই নয়, তার আগে ত্রিপুরাতেই ধরা পড়েছিল ৬ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে। প্রশ্ন একটাই, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং ত্রিপুরার পুলিশ-সবই বিজেপির হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন ত্রিপুরায় আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ?

বিজেপি সরকারের কাছে রোহিতের পাওনা ছিল ২ কোটি!

১৭ শিশুকে পণবন্দির নেপথ্যে আসলে কি প্রাপ্য টাকার দাবি?

মুম্বই: মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের কাছে পাওনা টাকার দাবিতেই কি বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের বহুতলের স্টুডিওতে ১৭ জন শিশুকে পণবন্দি করেছিল রোহিত আর্য? যদিও শিশুদের পণবন্দি করার পরে রোহিত যে ভিডিও প্রকাশ করেছে, তাতে কিন্তু কোনও টাকার কথা বলেনি সে। বরং বলেছিল, আমি জঙ্গি নই, টাকার চাহিদাও নেই। কিন্তু কমান্ডোর গুলিতে তার মৃত্যুর পরে স্ত্রী অঞ্জলি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রায় ২ কোটি টাকা এবং নিজের কাজের স্বীকৃতি—এই দুয়ের জন্যই লড়াই চালাচ্ছিল তার স্বামী। সব থেকে বিস্ময়কর ঘটনা। ৪ পণবন্দি শিশুকে রোহিত বলেছিল, বাড়িতে ফোন করে ১ কোটি টাকা দিতে বল। অর্থাৎ, অভিভাবকদের কাছ থেকে ৪ কোটি টাকা দাবি করেছিল রোহিত। বাচ্চারা যে নিরাপদে আছে তা প্রমাণ করতে তাদের ছবিও অভিভাবকদের কাছে পাঠিয়ে ছিল সে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই ঘটনার কয়েকদিন আগে অভিনেত্রী রুচিতা বিজয় যাদবকে সে ফোনে জানিয়েছিল, পণবন্দি নিয়ে একটি ছবি করতে চায় সে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের দাবি, ২০২৪ সালে 'স্বচ্ছতা মনিটর' নামে মহারাষ্ট্র সরকারের একটি প্রকল্প চালানোর দায়িত্ব পেয়েছিল রোহিতের সংস্থা। এই প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছিল ২ কোটি টাকা। ৫৯ জন খুদে পড়ুয়াকে নিয়ে কাজও করেছিল সে। কিন্তু অভিযোগ, তার বিনিময়ে এক পয়সাও পায়নি রোহিত। বারবার চেয়েও কোনও লাভ হয়নি। নথিতে অসঙ্গতির কারণ দেখিয়ে পুরো টাকাটাই আটকে দিয়েছিল সে-রাজ্যের শিক্ষা দফতর। অন্য একটি সূত্রের খবর, কাজের বিনিময়ে সবমিলিয়ে ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা তার পাওনা হয়েছিল বলে দাবি করেছিল রোহিত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ওয়েব সিরিজের অডিশনের মাঝেই বহুতলের স্টুডিওতে আচমকাই বন্দুকের নলের মুখে ১৭ শিশুকে পণবন্দি করেছিল রোহিত। কিন্তু মাত্র ৩৫ মিনিটে কমান্ডো বাহিনীর রুদ্ধশ্বাস অপারেশনে উদ্ধার করা সম্ভব হয় ১৭ শিশুসহ আটকে পড়ে মোট ১৯ জনকেই। রোহিতকে গুলি করে মারে কমান্ডোরা। কিন্তু পুলিশের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়, ঠিক কী চাইছিল রোহিত। জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস থেকে পড়াশোনা শেষ করে নিজের একটি সংস্থা খুলেছিল রোহিত।

মিথ্যার ফুলঝুরি বিহারের গেরুয়া ইস্তাহারে, ফাটল স্পষ্ট এনডিএ জোটে

প্রতিবেদন: লোকসভা বা বিধানসভা ভোটের প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, ভোটারদের সামনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি তথা এনডিএ শিবিরের জুড়ি মেলা ভার। শুক্রবার পুরোনো সেই ছবিই দেখল গোটা দেশ—যেখানে বিহার বিধানসভা ভোটের প্রেক্ষাপটে আরও একবার বিহারবাসীর জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল বিহারের শাসক জোট এনডিএ। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে জিতে মোদি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, সেই সময়ে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতি বছর দেশের ২ কোটি বেকারের চাকরি দেবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণ দূরে থাক, দশ বছরেও ২ কোটি বেকারের চাকরি দিতে পারেনি সরকার। এর পরেও চাকরির টোপ দেখিয়ে ভোট টানার রাস্তা থেকে সরে আসার কোনও চেষ্টাই করেনি এনডিএ শিবির। শুক্রবার প্রকাশিত নির্বাচনী ইস্তাহারে তাদের দাবি, ক্ষমতায় ফিরেই বিহারের ১ কোটি বেকারকে সরকারি চাকরি দেবে তারা। এর পাশাপাশি বিহারের সামগ্রিক বিকাশ নিয়েও এক গুচ্ছ মিথ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এনডিএ শিবির। বিহারের শাসক জোটের এই মিথ্যাচারকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধী জোট মহাগঠবন্ধন। আরজেডি নেতা সঞ্জয় ঝাঁ সরাসরি তোপ দেগে প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বারবার এই ভাবে চাকরি নিয়ে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় বিজেপি এবং এনডিএ? কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দলের রেকর্ড একেবারেই শূন্য।

এসবের মাঝেই শুক্রবার পাটনায় এনডিএ শিবিরের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রবল গোলমাল হয়। ইস্তাহার প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির সভাপতি জে পি নাড্ডা, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, এলজেপি নেতা চিরাগ পাসোয়ান, হাম নেতা জিতন রাম মাঝিরা মাত্র দু'মিনিট উপস্থিত ছিলেন। কোনও বক্তব্য না রেখে শুধু ফটো তুলেই তাঁরা বেরিয়ে যান। নীতীশ কুমারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। এর পরেই শুরু হয় প্রবল অসন্তোষ। শেষে উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরীকে পুরো ইস্তাহার পড়ে শোনাতে হয়। কংগ্রেসের কটাক্ষ, আসলে ওদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই ওই ইস্তাহারের ওপর।

বাংলা ও তেলেঙ্গানা ছাড়া সব মুখ্যসচিবদের তলব

প্রতিবেদন: পথকুকুরদের বন্ধ্যাত্বকরণ ও প্রতিষেধক দেওয়া নিয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অমান্য করার দায়ে এবার পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানা ছাড়া দেশের বাকি সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের সশরীরে সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। আগামী ৩ নভেম্বরই তাঁদের উপস্থিত হতে হবে সুপ্রিম কোর্টে। শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহতা।

আক্রান্ত মহিলা সাংবাদিক

নয়াদিল্লি: খোদ রাজধানীতেই দুষ্কৃতী হামলার মুখে পড়লেন এক মহিলা সাংবাদিক। নয়ডায় এক বেসরকারি মিডিয়ার অফিস থেকে বেশি রাতে বেরিয়ে বসন্তকুঞ্জে নিজের বাড়িতে ফেরার সময় স্কুটি আরোহী দুই যুবক তাড়া করেন তাঁর গাড়িকে। থামাতে বলে গাড়ি। ওই মহিলা সাংবাদিক গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিলে কাঠের একটি বড় টুকরো ছুড়ে কাচ ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। শেষে এক ট্যাক্সিচালকের সহায়তায় রক্ষা পান সাংবাদিক। গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে।

রেড কর্নার নোটিশের নির্দেশ

নয়াদিল্লি: চন্দননগরের আদি বাসিন্দা সৈকত বসুর রুশ স্ত্রী ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনা তাঁদের শিশুসন্তানকে নিয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছেন জুলাই মাসে। এখনও তাঁদের কোনও খোঁজ পায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিস্থিতিতে সৈকত বসুর শিশুসন্তান, ভারতীয় নাগরিক স্টাভ্যো বসুকে দ্রুত ভারতে ফেরানোর জন্য ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড কর্নার নোটিশ জারি করানোর চেষ্টা করতে হবে ভারত সরকারকে, শুক্রবার সাফ জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৈঠক প্রায় চূড়ান্ত করেও হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে মুখোমুখি হননি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিন। এবার জানা যাচ্ছে, রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে আমেরিকার তরফে ফোনে কথা এবং বোঝাপড়ায় আসতে মস্কো রাজি না হওয়াতেই বৈঠক বাতিলের সিদ্ধান্ত

ভাই অ্যান্ড্রুকে প্রাসাদছাড়া করলেন ব্রিটেনের রাজা

কুখ্যাত এপস্টিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, যৌনকেচ্ছায় জড়িয়ে ভাবমূর্তি নষ্ট

লন্ডন : ব্রিটেনের রাজপ্রাসাদ থেকে ভাইকে তাড়াচ্ছেন দাদা চার্লস। বাকিংহাম প্যালেস ছাড়তে হচ্ছে রাজকুমার অ্যান্ড্রুকে। তাঁর সমস্ত রাজকীয় খেতাব এবং সম্মানও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাকিংহাম প্রাসাদের তরফে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজা চার্লস নিজে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজপরিবারের মর্যাদা অটুট রাখার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত, তাও বুঝিয়ে দিয়েছে ব্রিটিশ রাজপরিবার।

সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে বাকিংহাম প্যালেসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সমাজের যেকোনও ক্ষেত্রেই নিগ্রহ ও নির্যাতনের বিরোধী রাজপরিবার। যারা কোনও ধরনের নিগ্রহের শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি ব্রিটিশ রাজপরিবারের সমবেদনা রয়েছে। নির্দিষ্টভাবে কোনও ঘটনার কথা উল্লেখ না করা হলেও স্পষ্ট হয়েছে রাজকুমার অ্যান্ড্রুর বিতাড়নের কারণ।

প্রসঙ্গত, বহুদিন ধরেই আমেরিকার কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' এবং যৌন কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে বিদ্ধ রাজকুমার অ্যান্ড্রু। এবার এই পদক্ষেপ করে ব্রিটেনের রাজা চার্লস বুঝিয়ে দিলেন, ভাইয়ের অপকর্মের দায় তাঁর বা রাজপরিবারের উপর বর্তায় না। রাজপরিবার অ্যান্ড্রুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করছে।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের বিবৃতি অনুযায়ী, উইন্ডসর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এবার বিকল্প বাসস্থানে উঠে যেতে হবে অ্যান্ড্রুকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজকুমার অ্যান্ড্রুর নতুন নাম হবে অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন উইন্ডসর। অর্থাৎ তাঁর 'ডিউক অফ ইয়র্ক' খেতাব কেড়ে নিলেন চার্লস। এবার থেকে তিনি আর রাজকুমার নন। শুধুই সাধারণ নাগরিক। অ্যান্ড্রু এতদিন প্রাক্তন স্ত্রী সারা ফার্গুসনের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে থাকতেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি-র প্রতিবেদন অনুসারে, দু'জনকেই এবার উইন্ডসরের বাসভবন ছাড়তে হচ্ছে। তাঁরা যাবেন স্যান্ড্রিংহাম এস্টেটে। প্রসঙ্গত, এই এস্টেট রাজা তৃতীয় চার্লসের মালিকানাধীন। তবে রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও ভাইয়ের থাকার খরচ বহন করবেন রাজা

চার্লসই। ৬৫ বছরের অ্যান্ড্রু ব্রিটিশ রাজপরিবারের এক বিতর্কিত চরিত্র। কয়েক বছর আমেরিকার যৌন-অপরাধী এপস্টিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই শোরগোল শুরু হয়। ভার্জিনিয়া জিওফ্রে নামের এক ভদ্রমহিলা অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলে মামলা করেছিলেন। তখন অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে নাবালিকাদের সঙ্গে জোর করে যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগও ওঠে। যদিও বরাবরই নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের তৃতীয় সন্তান অ্যান্ড্রু। কিন্তু এই ইস্যুতে নরম মনোভাব নেওয়ার দায়ে সমালোচনায় জর্জরিত হচ্ছিল ব্রিটিশ রাজপরিবার। তদন্তের দাবিতে চাপ বাড়ছিল চার্লসের উপর। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি অভিযুক্ত অ্যান্ড্রু তাঁর রাজখেতাব ছেড়ে দেন। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করল রাজপরিবারও।

যৌন অপরাধ, নারী পাচারে অভিযুক্ত এপস্টিনের সঙ্গে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির নাম জড়িয়েছে। ইতিমধ্যে একাধিক বার কানাঘুষো শোনা গিয়েছে, এপস্টিন ফাইলে নাম রয়েছে বিল ক্লিন্টন থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, স্টিফেন হকিং থেকে মাইকেল জ্যাকসন-সহ বিশ্বের বহু নামজাদা ব্যক্তির। যদিও এই বিস্ফোরক ফাইল এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। বাকিংহাম প্যালেসের নতুন সিদ্ধান্তে রাজকুমার হ্যারি ও রাজপরিবারের টানাপোড়েনের ছায়া দেখছেন অনেকেই।

আমেরিকায় প্রবাসীদের ওয়ার্ক-পারমিটে বদলের ঘোষণা

ওয়াশিংটন : বড় বদল আসছে আমেরিকায় প্রবাসীদের ওয়ার্ক-পারমিটে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে ফের চিন্তার মুখে সেদেশে কর্মরত ভারতীয়রা। হোয়াইট হাউসের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থে এবার থেকে মার্কিনমুলুকে ওয়ার্ক পারমিট সংক্রান্ত তথ্যের স্বয়ংক্রিয় পুনর্নবীকরণ হবে না। সূত্রের খবর, এবার থেকে 'ওয়ার্ক পারমিট'-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ১৮০ দিন আগে পুনর্নবীকরণে জন্য আবেদন করতে হবে। ট্রাম্প সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের এই ঘোষণায় চিন্তা বাড়ছে

সমস্যার মুখে ভারতীয়রাও

আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয়দের।

উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে আমেরিকায় কর্মরত অভিবাসীদের উপর নজরদারি চালাতেই ট্রাম্প সরকারের এই সিদ্ধান্ত, মনে করছে কূটনৈতিক মহল। আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দফতরের বিবৃতি অনুযায়ী, ৩০ অক্টোবরের পর যে অভিবাসীরা তাঁদের এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন ডকুমেন্ট পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করবেন, তাঁদের নথির স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদ বৃদ্ধি হবে না। পাশাপাশি হোয়াইট হাউসের সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানিয়েছে, অভিবাসীদের নথি পরীক্ষার নিয়মও কার্যকর করা হচ্ছে। এমনকী আমেরিকায় কর্মরত অভিবাসীদের সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টও এবার পরীক্ষা করে দেখা হবে। সবমিলিয়ে সেদেশে কর্মরত অভিবাসীদের ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়তে চলেছে। পাশাপাশি বাড়ছে সরকারি নজরদারি।

পাঞ্জাবে গুলিতে খুন কবাডি খেলোয়াড়

লুধিয়ানা: ভয়ঙ্কর ঘটনা পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়। শুধুমাত্র একটি বচসাকে কেন্দ্র করে গুলি করে খুন করা হল জাতীয় স্তরের কবাডি খেলোয়াড় তেজপাল সিংকে। এই তেজপাল জাতীয় স্তরে কবাডিতে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। ঘটনাটি ঘটেছে এসএসপি অফিসের ঠিক পাশেই। এমন কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা জায়গায় কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা বুঝে উঠতে পারছে না পুলিশও। ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটি? শুক্রবার জাগরাওঁর গিডারউন্ডি গ্রামের বাসিন্দা হরি সিং হাসপাতাল রোড দিয়ে যাওয়ার সময় একটি সুইফ্ট গাড়ি এসে রাস্তা আটকায় তেজপালের। ওই গাড়িতে বসা এক ব্যক্তির সঙ্গে তুমুল বচসা শুরু হয় তাঁর। আচমকাই ওই ব্যক্তি হ্যান্ডগান বের করে গুলি চালিয়ে দেয় তেজপালকে লক্ষ্য করে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তেজপাল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শেষরক্ষা হয়নি। গুলি চালিয়েই চম্পট দেয় আততায়ী।

শরণার্থীর সীমা বেঁধে দিলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন: মার্কিন মুলুকে প্রবেশ করা আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থীর সীমা বেঁধে দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবারের সংখ্যাই এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে কম। হোয়াইট হাউসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ অর্থবছরের জন্য শরণার্থীর সর্বোচ্চ সীমা ৭৫০০ নির্ধারণ করেছেন ট্রাম্প। বলা হচ্ছে, আমেরিকার ইতিহাসে শরণার্থীদের আশ্রয়দানের এই বার্ষিক সীমাই সর্বনিম্ন। এর সঙ্গে ট্রাম্পের নীতির যোগসূত্র স্পষ্ট। গত বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারপর্বেই রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প মার্কিন অভিবাসন ও শরণার্থী নীতি সংস্কারের বার্তা দেন।

১০০% ফর্ম ফিলাপ করুন ছায়াসঙ্গী হোন বিএলওদের

(প্রথম পাতার পর)

তালিকায় চুপি চুপি কারচুপি করতে চাইছে। একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তাই এই উদ্যোগ। তৃণমূলের সর্বস্তরের সাংগঠনিক নেতৃত্ব, সাংসদ, বিধায়ক, অঞ্চল সভাপতি, ব্লক সভাপতিদের কার কী ভূমিকা হবে আগামী ৩ মাস, এই বৈঠকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সকলকে বুঝিয়ে দেন তিনি। এরপরই তিনি বলেন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন, সকলের সঙ্গে মাঠে আবার দেখা হবে। গাইডলাইন দেওয়ার পর কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ— সব জেলার সভাপতি, বিধায়ক ও সাংসদদের কাছ থেকে সাজেশন চান অভিষেক। সেইমতো সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়ন গুহর, পুলক রায়, স্বপন দেবনাথ নিজেদের মতো করে সাজেশন অথবা তথ্য জেনে নেন।

পাইলট প্রশিক্ষণে নিয়মভঙ্গ করায় ইন্ডিগোকে জরিমানা করল ডিজিসিএ

নয়াদিল্লি: যান্ত্রিক গোলযোগের পাশাপাশি একাধিক বিতর্কে নাম জড়িয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর। এবার এই বেসরকারি বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিল অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার অভিযোগ, নতুন পাইলটদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছে ইন্ডিগো। যার ভিত্তিতে উড়ান সংস্থাকে ৪০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ডিজিসিএ।

জানা গিয়েছে, 'ক্যাটাগরি সি' অ্যারোড্রোমে উড়ান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সময় ইন্ডিগো যে সিমুলেটর ব্যবহার করেছে, তা আদৌ ডিজিসিএ-র স্বীকৃত নয়। এই সিমুলেটরগুলির কার্যকারিতা এবং মান নিয়ে আগে থেকেই প্রশ্ন ছিল। এবার বিষয়টি সামনে আসতেই ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করে ডিজিসিএ। জানানো হয়, ইন্ডিগোর তরফে যে সাফাই দেওয়া হয়েছে তা সন্তোষজনক নয়। পরে পরিদর্শনের সময় ইন্ডিগোর প্রশিক্ষণ ইউনিটে নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যার ভিত্তিতে সংস্থাটির বিরুদ্ধে দুই দফায় মোট ৪০ লক্ষ টাকার জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। গত অগাস্ট মাসে একটি বিমানে

যাত্রীকে নোংরা আসনে বসতে বাধ্য করার অভিযোগে বিমান সংস্থাটিকে ১.৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে আরও একাধিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে।

কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই ডিএমদের দোষারোপ

(প্রথম পাতার পর)

কিন্তু সরাসরি জবাব দেওয়ার বদলে নির্বাচন কমিশন এখন ট্যুইটে ব্যস্ত, দায় ঠেলে দিচ্ছে জেলাশাসকদের ঘাড়ে। এই কৌশল কার্যত দায় এড়ানোর পুরনো খেলা, যা এর আগে বিহারের ভোটার তালিকা নিয়ে ওঠা বিতর্কের সময়েও দেখা গিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস এই গোটা প্রক্রিয়াকে আখ্যা দিয়েছে সাইলেন্ট ইনভিসিবল রিগিং অর্থাৎ চুপি-চুপি ভোট কারচুপি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই অভিযোগ তুলেছিলেন, এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে বাঙালি ভোটারদের বেছে বেছে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, আর সেটিকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনিক ধোঁয়াশার আড়ালে। তৃণমূল কংগ্রেসের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, যদি বৈধ ভোটারদের নাম এভাবে মুছে দেওয়া হয়, তবে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর 'নির্বাচন সদন'-এর দরজায় পৌঁছাবে বাংলার প্রতিবাদ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টেলি স্টেজ

1 November, 2025 • Saturday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

৯ নভেম্বর বাগবাজার গিরিশ মঞ্চে সন্ধে সাড়ে ছটায় মঞ্চস্থ হবে নান্দীকারের নাটক ‘নবান্ন’। নির্দেশনায় সোহিনী সেনগুপ্ত ও অর্ঘ্য দে সরকার

এই সময় দুই নাটক

মঞ্চস্থ হল দুটি নাটক। নটধা-র ‘মহাভারত ২’ এবং চেতলা কৃষ্টি সংসদের ‘সব ভালো যার’। রয়েছে নিজস্বতা। ফুটে উঠেছে সময়ের ছবি, সমাজের ছবি। নাটক দুটি দেখে এসে লিখলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

মহাভারত ২

» ৩০ অক্টোবর, কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ মঞ্চস্থ হল নটধা-র নাটক ‘মহাভারত ২’। নাটককার শিব মুখোপাধ্যায়। মহাভারতের একটি বিশেষ সময়কে তুলে ধরা হয়েছে। পাণ্ডবদের চৌদ্দ বছরের বনবাস শেষে সময় এসেছে আইনের ন্যায্য পথ গ্রহণের। ইন্দ্রপ্রস্থের জমি তাঁর খুল্লতাত ভাইদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা দুর্যোধনের। কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। অন্যদিকে দ্রৌপদী পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। গভীর সংকটে পাণ্ডবরা। কৃষ্ণের পরামর্শ চান। কৃষ্ণ আলোচনার জন্য হস্তিনাপুরে আসেন। পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, শকুনি এবং গান্ধারীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের যুদ্ধে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। দুর্যোধন জমি ফেরত দিতে রাজি হন, কিন্তু পাণ্ডবদের জমি ফেরত দেওয়ার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই নাটক যুদ্ধের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। সতর্ক করে। তাই তো উত্তরা বলেন যুদ্ধ ছাড়া জয়ের কথা। মহাকাব্যের চেনা চরিত্রগুলোকে নাটকে অচেনা লাগে। পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতি দ্রৌপদীর ক্ষোভ, ঘৃণা, কৃষ্ণ-দ্রৌপদী অনালোকিত সম্পর্ক, অর্জুন-উত্তরার রসায়ন অন্যভাবে ভাবায়। দুর্যোধন মূলত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। লোভী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, স্বার্থপর। তবে নাটকে টুকরো টুকরো অংশে তাঁর মানবিক রূপ আলোয় আসে। তিনি স্বীকার করেন, রাজসভায় অন্যায় হয়েছিল দ্রৌপদীর সঙ্গে। সেই ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই দুর্যোধন সত্যিই অচেনা। আসলে তিনি শৈশব থেকেই চক্রান্তের শিকার। মাতুল শকুনির চোখ দিয়ে দেখেছেন খুল্লতাত ভাইদের। হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরেছেন। হয়ে উঠেছেন কঠিন। পরবর্তী সময়ে বুঝেছেন নিজের ভুল। গর্জে উঠেছেন মাতুলের বিরুদ্ধে। ভাই দুঃশাসনের প্রকৃত চরিত্রও তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। প্রবল ঢেউয়ের ওঠানামা রয়েছে গভীরে। এক আলোকালো চরিত্র। ভিতরের ভাঙচুর সযত্নে আড়ালে রাখেন। প্রচ্ছদে রাখেন নিষ্ঠুরতা। দুর্যোধন চরিত্রটি অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠের খেলা, চোখমুখের অভিব্যক্তি অকল্পনীয়। একজন সম্পূর্ণ অভিনেতা হিসেবে মঞ্চ জুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। নাটকের পরিচালক তিনিই। দিনে দিনে তাঁর কাছে প্রত্যাশা বেড়েই চলেছে।

ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। পুত্রস্নেহে অন্ধ তিনি। ভিতরের অস্থিরতা, দোলাচল, যন্ত্রণা স্পষ্ট করেছেন যথার্থভাবে। গান্ধারী চরিত্রে সাধনা মুখোপাধ্যায়, উত্তরা উপাবেলা পাল, অভিমন্যু জ্যোতির্ময় প্রামাণিক, অর্জুন শুভম শর্মা, নকুল মিলন কুণ্ডু, সহদেব সার্থক আশ, ভীম সুমিত পাঁজা, যুধিষ্ঠির সায়ম দাস, দ্রৌপদী সোহিনী সরকার, কুন্তী সপ্তদ্বীপা চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ অর্পণ ঘোষাল, দুঃশাসন সৌরভ সামন্ত, শকুনি ঋতম সরকার, ভীষ্ম সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদুর অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় তুফান সিংহরায়, কর্ণ অনুজয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অভিনয় যথাযথ। কিছু সংলাপে ধরা পড়েছে এই সময়, এই সমাজের ছবি।

নাটকে নাচের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সাজসজ্জা এবং মঞ্চ নির্মাণে দেখা গেছে নতুনত্ব, অভিনবত্ব। আলো এবং আবহের প্রয়োগ চমৎকার। প্রতি ক্ষেত্রে রয়েছে নিজস্বতা। সবমিলিয়ে ‘মহাভারত ২’ নির্মেদ, নিখুঁত। দেখার মতো একটি নাটক। মঞ্চের দিকে এক-আকাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কীভাবে যে তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না।

সব ভালো যার

» ২৮ অক্টোবর কলকাতার তপন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল চেতলা কৃষ্টি সংসদ প্রযোজিত বের্টল্ট ব্রেখট-এর নাটক অবলম্বনে ‘সব ভালো যার’। ভালো মানুষের খোঁজে ছদ্মবেশে দেবতাদের আবির্ভাব ঘটেছে মর্ত্যে। তাঁরা তরুণী পতিতা শিউলির ঘরে আশ্রয় পান। আশ্রয় এবং আতিথেয়তার জন্য শিউলিকে দেবতারা পুরস্কৃত করেন। দেবতদের কাছে প্রচুর টাকা পেয়ে শিউলি একটি ক্যাফে খোলে। তার উদারতায় দ্রুত ছোট্ট দোকানটি প্রায় একটি লঙ্গরখানায় পরিণত হয়। এইভাবেই শিউলি অজান্তেই ভালোমানুষ হওয়ার পরীক্ষায় ব্যর্থ হতে থাকে।

পরিস্থিতি বুঝে একটা সময় সে নিজেই নিজের খুড়তুতো ভাই শক্তি সেজে শিউলির পক্ষে যে কাজগুলো করা অসম্ভব, তা করতে থাকে। দ্রুত ফিরিয়ে আনে দোকানের শৃঙ্খলা। প্রথমে শক্তি তখনই আবির্ভূত হত, যখন শিউলি বিপদে পড়ত। কিন্তু নাটক যত এগোয় শিউলির এই ‘শক্তি’সত্ত্বা তাকে আরও বেশি করে গ্রাস করে নেয়। শিউলি যেখানে নরম, দয়ালু এবং দুর্বল, সেখানে শক্তি আবেগহীন, বাস্তববাদী, চতুর। একসময় মনে হয়, যে-পৃথিবী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তা যেন শুধুমাত্র শক্তিরই বসবাসযোগ্য, শিউলির নয়। অল্প সময়েই শক্তির ছোঁয়ায় শিউলি বড় ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। পেতে থাকে ভালবাসার হাতছানি। ভালোবাসা যত না তার প্রতি, তার থেকেও বেশি তার অর্থের প্রতি। ধীরে ধীরে খসে পড়তে থাকে স্বার্থপরতার মুখোশ।

নাটকটি সময়ের কথা বলে। সমাজের ভণ্ডামির

বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে নেয় আলো। পুনর্লিখন, নির্দেশনা এবং শিউলির চরিত্রে অভিনয় করেছেন শুভান্বিতা গুহ। অন্যান্য চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তন্ময়, দিব্যেন্দু, পিয়ালী, অভিষেক প্রমুখ। নেপথ্যে সমরজিৎ দে, কল্যাণ ঘোষ, সুদীপ্ত কুণ্ডু, অরিত্র দে প্রমুখ। সংগীতের ব্যবহার মনে দাগ কাটে। নৃত্য-প্রয়োগও চমৎকার। আবহ এবং আলো যথাযথ। রয়েছে নিজস্বতা। তবে মঞ্চসজ্জায় কিছুটা খামতি থেকে গেছে। আড়াই ঘণ্টার নাটক। বেশ দীর্ঘ। আরেকটু আঁটোসাঁটো হতে পারত। উদ্যোগ সাধু— এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মাঠে ময়দানে
1 November, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩১ অক্টোবর ভারতের হয়ে প্রথম খেলি। সেই ৩১ তারিখেই তেলেঙ্গানার মন্ত্রী হলাম। বললেন আজহার

গতি-বাউন্স, হ্যাজলউডে বিধ্বস্ত ভারত

ভারত ১২৫ (১৮.৪ ওভার)
অস্ট্রেলিয়া ১২৬/৬ (১৩.২ ওভার)

মেলবোর্ন, ৩১ অক্টোবর : গতি আর বাউন্সের সামনে ভারতীয় ব্যাটিং যে কত অসহায় সেটা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল অস্ট্রেলিয়া। জস হ্যাজলউড এমসিজির এই উইকেটে বরাবর বিপজ্জনক। তিনি ৩ উইকেট নিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা দিয়েছিলেন। তাঁর পাশে বার্টলেট ও এলিস দুটি করে উইকেট নিয়ে ভারতকে ১২৫ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া সেই রান তুলে দিয়েছে ১৩.২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে। এর ফলে মেলবোর্নে ৪ উইকেটে জিতে টি ২০ সিরিজে ১-০-তে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। ক্যানবেরায় প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। পরের ম্যাচ রবিবার হোবার্টে।

যে উইকেটে গতি আর বাউন্স আছে সেখানেও তিন স্পিনারে খেলল ভারত! সঙ্গে দুই সিমার বুমরা ও হর্ষিত। আরও একটা ম্যাচে বাইরে রাখা হল অর্শদীপ সিংকে। তবে ব্যাটাররা এমসিজি-তে এত কম স্কোর খাড়া করেছিলেন যে কে বল করলেন সেটা আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়নি। বোর্ডে ১২৫ রান নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো যায় না। তবু হারাতে হলে বুমরাকে সাঙ্ঘাতিক কিছু করতে হত। কিন্তু তিনি প্রথম স্পেলে ৩ ওভারে ২৩ রান দিয়েছেন উইকেট ছাড়াই। পরের স্পেলে এসে অবশ্য পরপর দু'বলে দুই উইকেট নিয়ে সামান্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। বরং বরুণ এসে ট্রাভিস হেডকে (২৮) ফিরিয়েছেন। মিচেল মার্শের (৪৬) উইকেট নেন কুলদীপ। এরপর টিম ডেভিড (১) বরুণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু ৯০ রানে তিন উইকেট হারিয়ে বসলেও অস্ট্রেলিয়ার জন্য আতঙ্কের কিছু ছিল না। তারা অনায়াসে জয়ের রান তুলে নিয়েছে।

একটা সময় অবশ্য জস ইংলিশ ২০, মিচেল ওয়েন ১৪, ম্যাথু শর্ট ০ রানে ফিরে যাওয়ায় ভারত ম্যাচে সামান্য ফিরেছিল। তবে বোর্ডে রান ছিল না বলে এই চাপ কেটে যেতে সময় লাগেনি। মার্কাস স্টয়নিস অসংখ্য টি ২০ ম্যাচ খেলেছেন। তিনি জানেন এমন ম্যাচে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। শুধু মাথা ঠান্ডা করে খেলে যেত হয়। তিনি ৬ ও বার্টলেট ০ রানে অপরাজিত থেকে গেলেন। বুমরা ২৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। বরুণ ২ উইকেট নেন ২৩ রানে। কুলদীপ সবথেকে বেশি ৩.২ ওভারে ৪৫ রান দিয়েছেন।

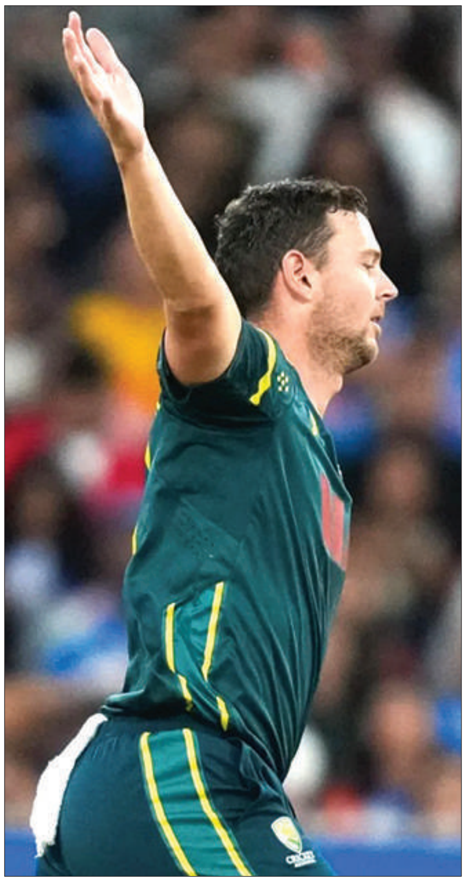

মেলবোর্নে শুক্রবারের ম্যাচের দুই নায়ক জস হ্যাজলউড ও অভিষেক শর্মা।

মেলবোর্নে যে বল দ্রুত আসবে আর উঠবে সেটা আগেই পরিষ্কার ছিল। তারপরও ভারতীয় ব্যাটাররা সতর্ক হলেন না কেন সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। দেখে মনে হল সবার ট্রেন ধরার তাড়া আছে। টি ২০ ক্রিকেট মানে যে সব বল তাড়া করা নয় সেটা গম্ভীরের এই দলকে কে বোঝাবে। সবাই পরপর এলেন আর উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। অভিষেক শর্মাও সেভাবে শুরু করেছিলেন। পরে পরিস্থিতি দেখে একটু সামলে নেন নিজেকে। তাঁর জন্যই ভারতের রান ১২৫ পর্যন্ত গিয়েছে। না হলে এই রানটাও হত না।

শুভমনকে দিয়ে শুরু করা যাক। ইংল্যান্ডে অত ভাল খেলে আসার পর ফর্ম হারিয়ে ফেলেছেন। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে তাঁকে একদিনের সিরিজে অধিনায়ক করা হয়েছিল। শুভমন একটা ম্যাচেও রান পাননি। টি ২০ সিরিজেও একই অবস্থা। এদিন যেমন হ্যাজলউডকে মিড অফের উপর দিয়ে ওড়াতে গিয়ে ধরা পড়লেন মিচেল মার্শের হাতে। পরের উইকেট সঞ্জু স্যামসনের (২)। তাঁকে এদিক-ওদিক নামানো হচ্ছে বলে নানা দিক থেকে আপত্তি উঠেছে। কিন্তু সঞ্জুকে নিয়ে সমস্যা হল তিনি মাঝেমাঝে খুব ভাল খেলে দেন। আবার কোনও দিন উইকেট দিয়ে আসেন। শুক্রবার যেমন নাথান এলিসকে উইকেট দিয়ে এলেন।

১ উইকেটে ২৩ রান থেকে এরপর ৫ উইকেটে ৪৯ রান হয়ে গেল নিমেষে। সূর্য (১), তিলক (০), অক্ষর (৭) কেউ দাঁড়াতে পারেননি। জস হ্যাজলউড ৪ ওভারে ১৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। এই অস্ট্রেলিয়া দলের সবথেকে বিপজ্জনক বোলার তিনি। উইকেটে পেস-বাউন্স পেয়ে মারাত্মক চেহারা নিয়েছিলেন হ্যাজলউড। তিনিই ম্যাচের সেরা হয়েছেন। কিন্তু সূর্য একবার উইকেটের পিছনে জীবন পাওয়ার পরও এমন বেপরোয়া খেলবেন কেন? বিশেষ করে তাঁর ব্যাটে যখন রান নেই। সেই এশিয়া কাপ থেকে সূর্যর ব্যাটে রানের খরা চলছে। তিনি যখন হ্যাজলউডের বলে জস ইংলিশকে ক্যাচ দিয়ে গেলেন বোর্ডে রান ৩-৩২।

তিলক বোধহয় মেলবোর্নের উইকেটের পেস ধরতে পারেননি। না হলে দ্বিতীয় বলেই অমন দুম করে তুলে মারতে যাবেন কেন। গম্ভীরের এই নতুন ছেলেদের এটা বুঝতে হবে যে এভাবে দলকে বিপদে ফেলে উইকেট দেওয়া যায় না। অক্ষর অবশ্য রান আউট হয়ে গেলেন। ৪৯-৫ থেকে এরপর ৫৬ রানের পার্টনারশিপ হয়েছে অভিষেক ও হর্ষিত রানার (৩৫) মধ্যে। পরপর দুই ম্যাচে হর্ষিত কিন্তু রান করলেন। লোয়ার মিডল অর্ডারে খুব দ্রুত তিনি নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বার্টলেট তাঁকে তুলে নেওয়ার পর ভারতের ইনিংস আর বেশিদূর এগোয়নি।

তাও যেটুকু হল সেটা ওপেনার অভিষেকের জন্য। শেষপর্যন্ত তিনি ৩৭ বলে ৬৮ রান করেছেন। আটটি ৪ ও দুটি ৬। অভিষেক শুরু করেছিলেন স্টেপ আউট করে। কিন্তু উল্টোদিকে পরপর ইকেট পড়ে যাওয়ার পর বুঝে যান তাঁকে টিকে থাকতে হবে। কিন্তু হর্ষিত ছাড়া আর কাউকে অভিষেক পাশে পাননি। শিবম দুবে ৪, কুলদীপ যাদব ০ রানে ফিরে গিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে হ্যাজলউড ছাড়া দুটি করে উইকেট নেন বার্টলেট ও এলিস। একটি উইকেট স্টয়নিসের। অধিনায়ক মার্শ এই ইনিংসে ছ'জন বোলার ব্যাবহার করেছেন। সিমাররা সবাই উইকেটের গতি ও বাউন্সের সুবিধা পেয়েছেন।

মার্শের কাছে টসে হারলেন। ম্যাচেও হার সূর্যর।

হোবার্টে রান চান সূর্য

মেলবোর্ন, ৩১ অক্টোবর : পাওয়ার প্লে-তেই ৪ উইকেট চলে গিয়েছিল ভারতের। আউট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন শুভমন, সঞ্জু, সূর্য ও তিলক। জস হ্যাজলউডের শুরুর এই ধাক্কা যে তাঁরা সামলাতে পারেননি সেটা খেলার পর স্বীকার করে নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। তিনি বলছিলেন হ্যাজলউড পাওয়ার প্লে-তে খুব ভল বল করেছে। এরকম উইকেটে ওকে খেলা কঠিন ছিল।

মাত্র ১৩.২ ওভারে অস্ট্রেলিয়া জয়ের রান তুলে নিয়েছে। বুমরা পরের স্পেলে এসে পরপর দু'বলে দুই উইকেট নিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাতে অজিদের জয়ের রাস্তায় বাধা আসেনি। আসলে ভারতীয় ব্যাটিং এদিন ভাল হয়নি। অভিষেক শর্মা ছাড়া কেউ হ্যাজলউড, এলিস ও বার্টলেটকে খেলতে পারেননি। সূর্য বলছিলেন, অভিষেক খুব ভাল ব্যাট করেছে। ও জানে ওকে কি করতে হবে। সূর্য কিছু না বললেও এটা ঘটনা যে আগের ম্যাচের মতো এখানেও অভিষেক মার-মার করে শুরু করেছিলেন। যা একটু বেশি ঝুঁকির বলে মনে হচ্ছে অনেকের। কিন্তু সূর্য বললেন, যাই হোক না কেন অভিষেকের ভূমিকা বদলাচ্ছে না। আর কেনই বা বদলাতে যাবে? ও এভাবেই খেলবে।

সিরিজে ০-১ পিছিয়ে থেকে রবিবার হোবার্টে খেলবে ভারত। যেখানে খুব হাওয়া বয়। বল একটু বেশি সুইং করতে পারে। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য অ্যাসেজের কথা মাথায় রেখে দলে পরিবর্তন করছে। কিন্তু সূর্যর বক্তব্য হল, আমাদের ভাল ব্যাট করতে হবে। প্রথম ম্যাচে ক্যানবেরায় যেভাবে ব্যাট করেছিলাম সেভাবে খেলতে হবে। বোর্ডে ভাল রান খাড়া করতে হবে। এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ বললেন, টস জেতাটা আমাদের জন্য কাজের হয়েছে। হ্যাজলউড ভাল বল করল। গত বিশ্বকাপের পর আমরা নতুনদের একটা পুল থেকে অনেককে খেলিয়েছি। আর ভারতের মতো শক্তিশালী দলকে হারাতে পেরে ভাল লাগছে। ম্যাচের সেরা হ্যাজলউড অবশ্য মনে করছেন এমসিজির উইকেট এরকমই হয়। খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। বল এখানে এভাবেই আসে।

ব্যর্থ পন্থ, চাপে দল

বেঙ্গালুরু, ৩১ অক্টোবর : ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক হিসেবে চোট সারিয়ে বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ঋষভ পন্থ। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে চার দিনের প্রথম বেসরকারী টেস্টের দ্বিতীয় দিন প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হলেন ভারতের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার। মাত্র ১৭ রান করেন ঋষভ। ভাল শুরু করেও বড় রান পাননি টেস্ট দলের সাই সুদর্শনও (৩২)। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে করা ৩০৯ রানের জবাবে ভারতের ইনিংস গুটিয়ে যায় ২৩৪ রানে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান ওপেনার আয়ুশ মাত্রের। তিনি ৬৫ রান করেন। ৭৫ রানে এগিয়ে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে। দ্বিতীয় দিনের শেষে বিনা উইকেটে ৩০ রান করেছে তারা। আপাতত ১০৫ রানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ'।

আমেদাবাদে অনূর্ধ্ব-২৩ টি-২০ মিট-এ গুজরাতকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলার মেয়েরা

ডার্বি ড্র করেই শেষ চারে ইস্টবেঙ্গল

মোহনবাগান ০ ইস্টবেঙ্গল ০

প্রতিবেদন : গোলশূন্য ডার্বি। ড্র করেই গ্রুপ শীর্ষে থেকে সুপার কাপের সেমিফাইনালে চলে গেল ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের সামনে সহজ সমীকরণ ছিল। শেষ চারের ছাড়পত্র পেতে জিততে হত। ড্র হওয়ায় গোল পার্থক্যে ইস্টবেঙ্গলের থেকে পিছিয়ে থেকে সুপার কাপ থেকে ছিটকে গেল সবুজ-মেরুন। মোলিনার মোহনবাগানের খেলা দেখে মনে হয়েছে, তাদের জেতার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। বরং ডার্বিতে আধিপত্য ছিল ইস্টবেঙ্গলেরই। সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে তিন পয়েন্ট হাতছাড়া করল অস্কার ব্রুজোর দল। নক আউটের আগে যা চিন্তায় রাখবে ইস্টবেঙ্গলকে। গ্রুপ 'এ'-তে তিন ম্যাচে দুই প্রধানেরই পয়েন্ট দাঁড়ায় ৫। ইস্টবেঙ্গলের গোল পার্থক্য ৪ এবং মোহনবাগানের ২। ডেম্পো-চেন্নাইয়িন ম্যাচ ১-১ ড্র হওয়ায় এর কোনও প্রভাব পড়েনি। ফলে গ্রুপ শীর্ষে থাকে ইস্টবেঙ্গলই। ছিটকে গিয়ে বিস্ফোরক মোহনবাগান কোচ। মোলিনার বক্তব্য, খেলোয়াড় সইয়ে আমার হাত নেই। দলগঠন করে ম্যানেজমেন্ট।

চলতি মরশুমে মোহনবাগানের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। দেশি-বিদেশি ফুটবলারদের ফিটনেস, পারফরম্যান্স-গ্রাফ গত মরশুমের ধারেকাছে নেই। তুলনায় এবার ইস্টবেঙ্গল টিমের ভেদশক্তি অনেক বেড়েছে। দু'বছর আগের সুপার কাপ চ্যাম্পিয়নদের সামনে খেতাব পুনরুদ্ধারের হাতছানি।

দুই প্রধানের দুই স্প্যানিশ কোচ সিঙ্গল স্ট্রাইকারে প্রথম একাদশ নামান। ইস্টবেঙ্গল কোচ আপফ্রন্টে হামিদ আহদাদকে রেখে ৪-৫-১ ফর্মেশনে শুরু করেন। মোহনবাগান কোচও তাই। ম্যাকলারেনকে উপরে রেখে ৪-২-৩-১ ফর্মেশনে দল নামান। সাহাল একটু নীচ থেকে অপারেট করেন। কিন্তু ম্যাচ শুরু হওয়ার পর অস্কারের ছেলেরাই চাপে রাখে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের। মাঝমাঠে অনেক বেশি পাশ খেলেছেন মিগুয়েল-রশিদরা। মহেশ, বিপিনদের বিরুদ্ধে নিজেদের গুছিয়ে নিতে সমস্যায় পড়ছিল মোলিনার দল।

খেলা শুরুর মিনিট দুয়েকের মাথায় রাকিপের পাস থেকে গোলে জোরালো শট মারেন। বিশালের সামনে মোহনবাগান ডিফেন্ডার আলবার্তো ব্লক করায় বিপদ হয়নি। এরপর ইস্টবেঙ্গলেরই প্রাধান্য ছিল।২৪ মিনিটে বিপিনের হেড পোস্টে লেগে প্রতিহত হয়। মিনিট চারেক পর মহেশের গোলে এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। ক্রেসপোর ভাসানো ক্রস থেকে শট নেন মহেশ। কিন্তু অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরপর সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। ৪২ মিনিটে মিগুয়েলের শট বাঁচান বিশাল। তার আগে আপুইয়ার শট ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার প্রভসুখন গিলকে সমস্যায় ফেলতে পারেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মোহনবাগান আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করে। প্রথম মিনিটেই লিস্টনের হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। লিস্টন, জেমিদের ছটফটানি বাড়ে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে দাপট অব্যাহত রাখে। ৬১ মিনিটে সহজতম সুযোগ নষ্ট করেন হামিদ। ফাঁকায় বল পেয়ে মোহনবাগান গোলকিপারের হাতে মারেন। বিশাল সহজেই হাতের তালু দিয়ে বল বাইরে করে দেন।

মোহনবাগান কোচ কামিন্স, রোবিনহো, দিমিত্রিদের নামিয়ে জয়ের রাস্তা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। ৭৮ মিনিটে প্রায় ফাঁকা গোলের সামনে বল টার্গেটে রাখতে পারেননি রবসন। ইস্টবেঙ্গল কোচও বিপিন, হামিদদের তুলে বিষ্ণু, হিরোশিকে নামিয়েছিলেন জয়ের লক্ষ্যে। মোলিনা আক্রমণে লোক বাড়িয়েছিলেন সুহেল ভাটকে এনে। কিন্তু গোল আর হয়নি ম্যাচে।

ছিটকে গিয়ে বিস্ফোরক মোলিনা

নিষ্ফলা ডার্বি বল দখলের লড়াইয়ে বিপিন ও মেহতাবের। শুক্রবার মারগাঁওয়ে।

পরের ধাপে রোনাল্ডো-পুত্র

আনাতোলিয়া, ৩১ অক্টোবর : অবসরের আগে ছেলের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকার সেই স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা আর একটু বাড়ল। পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হল রোনাল্ডোর ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের। এর আগে অনূর্ধ্ব-১৫ পর্তুগাল দলে খেলেছেন জুনিয়র রোনাল্ডো। তুরস্কের বিরুদ্ধে ফেডারেশনস কাপে পর্তুগালের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামেন ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে অল্প কিছু সময়ের জন্য মাঠে নামার সুযোগ পান ১৫ বছর বয়সি এই কিশোর উইঙ্গার। রোনাল্ডো জুনিয়র বর্তমানে বাবার ক্লাব আল নাসেরের অ্যাকাডেমিতে খেলছেন। তুরস্কে শুরু হওয়া ফেডারেশনস কাপ টুর্নামেন্টে তিনটি ম্যাচ খেলবে পর্তুগালের যুব দল। বাকি দু'টি ম্যাচে রোনাল্ডো-পুত্র গেম টাইম বেশি পান কি না দেখার।

জোড়া স্পিনারে বাংলা, আজ অভিষেক রাহুলের

প্রতিবেদন : রঞ্জি মরশুম এবার দাপটে শুরু করেছে বাংলা। শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে খেলতে নামছেন মহম্মদ শামিরা। ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে মোট ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। রঞ্জি ট্রফির এলিট 'সি' গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রেলওয়েজ। বাংলার মতো ১২ পয়েন্ট নিয়ে নেট রান রেটে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে হরিয়ানা। ফলে নক আউটে ওঠার লড়াইয়ে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ অভিষেক পোড়েলদের কাছে। তবে ত্রিপুরা প্রথম দুই ম্যাচ হেরে শুরু করলেও তাদের সমীহ করছে বাংলা।

অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং আকাশ দীপ ভারত 'এ' দলে থাকায় দু'জনকে পাচ্ছে না বাংলা। দলকে নেতৃত্ব দেবেন সহ-অধিনায়ক অভিষেক। আকাশ দীপের না থাকা এবং উইকেট নিয়ে কিছুটা ধন্দের কারণে টিম কম্বিনেশন ম্যাচের আগে দিন চূড়ান্ত করতে পারেনি বঙ্গ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। তবে বাংলা জোড়া স্পিনারে খেলতে চায়। স্পিনার-অলরাউন্ডার রাহুল প্রসাদের অভিষেক হচ্ছে। শাহবাজের পাশে তিনিই দ্বিতীয় স্পিনার। অভিষেক হতে পারে আদিত্য পুরোহিতের। চোটে না থাকা সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের জায়গায় খেলতে পারেন তিনি। অভিমন্যুর জায়গায় হয়তো খেলবেন শাকির হাবিব গান্ধী। তিন পেসারের মধ্যে শামির পাশে তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফ খেলতে পারেন। বাকি দুই পেসারের মধ্যে ঈশান নাকি সুরজ, তা সকালে পিচ দেখে সিদ্ধান্ত নেবে দল।

লক্ষ্মী বললেন, উইকেটে হালকা ঘাস রয়েছে। আমরা ম্যাচ শুরুর আগে সকালে উইকেট দেখে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করব। রাহুল প্রসাদের অভিষেক হবে। ওকে নিয়ে আমরা আশাবাদী। ত্রিপুরা দুটো ম্যাচ হারলেও লড়াকু দল। রঞ্জিতে কেউ কমজোরি নয়।

নেতা অভিষেকের সঙ্গে আলোচনায় কোচ লক্ষ্মী। শুক্রবার আগরতলায়।

অবাক গোল

প্রতিবেদন : সুপার কাপে অবাক গোল চেন্নাইয়িন এফসি-র বাঙালি গোলকিপার শমীক মিত্রের। ডেম্পোর বিরুদ্ধে তখন ০-১ পিছিয়ে চেন্নাইয়িন। ম্যাচের ২৮ মিনিটে হঠাৎ একটি বল চলে আসে শমীকের কাছে। নিজেদের বক্স থেকে দূরপাল্লার শট নেন চেন্নাইয়িনের গোলকিপার। তাঁর জোরালো শটের উঁচু বল ডেম্পোর বক্সের সামনে ড্রপ পড়লেও কেউ নাগাল পাননি। ডেম্পোর গোলকিপার আশিস সিবি অনেকটা সামনে এগিয়ে ছিলেন। বল তাঁকে টপকে সোজা জালে জড়িয়ে যায়। বিশ্ব ফুটবলে এমন গোল বিরল।

চারে বাংলা

প্রতিবেদন : সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থেকে সেমিফাইনালে উঠল বাংলা। শুক্রবার পাঞ্জাবের অমৃতসরে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে তারা ৪-০ গোলে হারাল উত্তরপ্রদেশকে। বাংলার গোলদাতা সাগ্নিক কুণ্ডু, ভোলা রাজওয়ার, প্রিয়াংশু নস্কর ও সোহেল লস্কর। জয়ের হ্যাটট্রিক করে গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ চারে গেল বাংলা। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ মণিপুর।

দু-একদিনের মধ্যেই ট্রফি আসবে ভারতে

না হলে আইসিসিতে অভিযোগ : বোর্ড সচিব

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : দু-একদিনের মধ্যেই এশিয়া কাপ ভারতে আসবে। আশাবাদী বোর্ড। তবে ট্রফি না এলে পরের মাসে বিষয়টি যে আইসিসির কাছে যাবে সেটাও তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

৪ নভেম্বর দুবাইয়ে আইসিসি বৈঠক রয়েছে। সেখানে বিষয়টি উঠবে কিনা তা স্পষ্ট হবে এশিয়া কাপ এর মধ্যে ভারতে আসে কিনা তার উপর। দুবাইয়ে এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারালেও সূর্যকুমার যাদবরা ট্রফি হাতে নিতে পারেননি। পাকমন্ত্রী তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি ট্রফি নিয়ে সোজা চলে যান। তার আগে ভারতীয় দল তাঁর হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছিল।

বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া শুক্রবার সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, এক মাস পরেও ট্রফি হাতে না পেয়ে আমরা অখুশি। আমরা দশ দিন আগে এসিসিকে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের ভূমিকার কোনও বদল হয়নি। এখনও ট্রফি ওদের কাস্টডিতে রয়েছে। তবে আশা করছি দু-একদিনের মধ্যে তা বোর্ডের সদর দফতরে পৌঁছে যাবে। না হলে ৪ নভেম্বর দুবাইয়ে আইসিসি বৈঠকে বিষয়টি তোলা হবে। বোর্ড সচিব আরও জানান, তাঁরা বিষয়টি আইসিসির কাছে জানানোর ব্যাপারে পুরোপুরি প্রস্তুত। নির্দিষ্ট সময় বলা তবু কঠিন, তবে ট্রফি ভারতে আসবেই। সচিবের কথায়, পাকিস্তানকে তিনবার হারিয়েছি। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছি। কিন্তু তারপরও ট্রফি হাতে পাইনি। কিন্তু ট্রফি দেশে আসবেই। এদিকে, গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। কিন্তু সেখানে সূর্য যেমন আগে ওঠে তেমনই আগে অস্ত যায়। অসমের মানুষ দেবজিৎ বলেছেন, ছ'ঘন্টা বের করে নিতে টেস্ট ম্যাচের সময় কিছুটা বদল হতে পারে। তবে এটা তেমন কোনও বড় ইস্যু নয়।

মাঠে ময়দানে
1 November, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহারাষ্ট্রের অনূর্ধ্ব ১৭ হকি দলের হয়ে খেলেছেন জেমাইমা রডরিগেজ। জানালেন ফিটনেস, কবজির জোর বেড়েছে হকি খেলে

ওয়ান ডে

হেরে হিলির মুখে এবার অবসর

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হারের পরই অবসরের ইঙ্গিত দিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। সতীর্থদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেও ভারতের কাছে হারের হতাশা গোপন করেননি তিনি। পরের ওয়ান ডে বিশ্বকাপেও তিনি খেলবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে হিলি বলেন, মনে হয় না আমি পরের বিশ্বকাপে খেলব। হয়তো পরের বার নতুন অনেককে দেখব। এটাই তো ক্রিকেটের সৌন্দর্য। তবে আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। সেটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমি মনে করি, আমাদের একদিনের দলে কিছু পরিবর্তন হবে। পরের প্রজন্ম দায়িত্ব নিতে তৈরি। সেমিফাইনালে হার নিয়ে হিলি বলেন, আমরা গোটা প্রতিযোগিতায় দারুণ খেলেছি। সেই কারণেই এতটা হতাশ লাগছে। আসলে সেমিফাইনালে আমরা অস্ট্রেলিয়াসুলভ ক্রিকেট খেলিনি। সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারিনি। এদিকে, সেমিফাইনালে হারের পর অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়ার তোপের মুখে পড়েছেন হিলি। ৮৭ রানে জেমাইমার সহজ ক্যাচ ফেলেছিলেন তিনি। পরে ১০৬ রানে জেমাইমার আরও একটি ক্যাচ পড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়া একে আন-অস্ট্রেলিয়ান বলে তোপ দেগেছে। বৃহস্পতিবার ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন হিলির স্বামী মিচেল স্টার্ক। কিন্তু এতদূর এসেও অস্ট্রেলিয়ার জয় দেখতে পারেননি তিনি। হতাশ হতে হয় তাঁকেও।

কোচ-মন্ত্রে বাজিমাত, চোখ ফাইনালে

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মঞ্চে ৩৩৯ রান তাড়া করতে হলে যে কোনও ব্যাটিং লাইন আপই চাপে পড়তে পারে। এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি ভারতীয় দলের কোচ অমল মুজুমদারের। তাই দু'ইনিংসের বিরতিতে হরমনপ্রীত কৌরদের শুধু একটি কথা বলেই তাতিয়ে দেন অমল। তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৮৯ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র পাঁচ রানে হারের পর কোচের কিছু কথা দলের মানসিকতা বদলে দেয়। সেমিফাইনাল জিতে উঠে কোচের পাশে দাঁড়িয়ে তা ফাঁস করেন অধিনায়ক হরমন। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছে বিসিসিআই।

হরমনপ্রীত বলেছেন, ইংল্যান্ডের কাছে হারের পর কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলাম না। কোচ শুধু বলেছিলেন, ম্যাচটা তোমাদের অবশ্যই জেতা উচিত ছিল। মনে রেখো, আমাদের পাশে রয়েছে সমর্থকরা। মনে করো তারাও আমাদের সঙ্গে লড়াই করছে। তাদের জন্যও আমাদের জেতা উচিত। কোচের এই কথাগুলি সকলের মধ্যে একটা জেদ তৈরি করে। আমরা একটা জিনিস বিশ্বাস করি, তা হল, স্যার যা বলেন একেবারে মন থেকে বলেন। আমি এরপর দলের সবাইকে বলি, স্যার আমাদের কাছে যেটা প্রত্যাশা করেন, আমাদের সেটাই করতে হবে। গোটা দেশও সেটাই আশা করে আমাদের কাছে। আর সেমিফাইনালে বিরতিতে স্যার শুধু একটি কথাই বলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার থেকে শুধু এক রান বেশি করতে হবে তোমাদের। এটাই আমাদের জেদ বাড়িয়ে দেয়।

অস্ট্রেলিয়া-সংহারের উৎসব ভুলে ফাইনালে চোখ এখন হরমনপ্রীত, জেমাইমাদের। হরমন বলছেন, ফাইনালে আরও একটা বড় ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে এবার মনোনিবেশ করছি। প্রথমবার বিশ্বকাপ জিততে আমরা মুখিয়ে রয়েছি। আমরা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। এদিকে, ফাইনালের পর হরমনপ্রীতের অবসর নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার আঞ্জুম চোপড়া বলেছেন, এমন হলে অবাক হব না।

চোখে জল। সতীর্থদের মাঝে হরমনপ্রীত। (ডানদিকে) খেলার পর জেমাইমা।

জেমাইমায় মুগ্ধ বিশ্ব, শচীন-বিরাটের কুর্নিশ

নবি মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : সাদা বলের ক্রিকেটে রান তাড়া করায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার জন্য 'চেজমাস্টার' বলে পরিচিত। সেই বিরাট কোহলি মেয়েদের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে জেমাইমা রডরিগেজের রান তাড়া করে ভারতকে জেতানোর দক্ষতা দেখে অভিভূত। শুক্রবার সকালে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জেমাইমার অসামান্য ইনিংস এবং ভারতীয় দলের অদম্য মানসিকতার প্রশংসা করেছেন বিরাট।

পোস্টে বিরাট লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কী দুরন্ত একটা জয়ই না পেল আমাদের দল। এরকম বড় ম্যাচে কী অসাধারণ খেলল জেমাইমা। দারুণভাবে রান তাড়া করেছে মেয়েরা। অদম্য লড়াকু মানসিকতা, বিশ্বাস, আবেগ এবং জয়ের তীব্র ইচ্ছা দেখা গেল ওদের খেলায়। টিম ইন্ডিয়াকে অনেক অভিনন্দন।

শচীন তেন্ডুলকর সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, দুরন্ত জয়। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল জেমাইমা ও হরমনপ্রীত। শ্রী চরণী, দীপ্তি বল হাতে অবদান রাখল। এভাবেই তেরঙ্গা উঁচুতে রাখো। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, অনবদ্য জয় মেয়েদের। গত পাঁচ বছরে ওরা আরও শক্তিশালী দল হয়ে উঠেছে। আর একটা ম্যাচ বাকি। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর লিখেছেন, ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আশা ছাড়তে নেই। কী অসাধারণ খেলল মেয়েরা। অসাধারণ জেমাইমা। যুবরাজ সিং লিখেছেন, লক্ষ্যে অবিচল থেকে জীবনের সেরা ইনিংস খেলল জেমাইমা। রোহিত শর্মা লেখেন, অসাধারণ টিম ইন্ডিয়া।

বিশ্বকাপে টানা ১৫ ম্যাচ জেতার পর ভারতের কাছে হেরেই দৌড় থামল অস্ট্রেলিয়ার। ২০১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে শেষবার হরমনদের কাছে হেরেই ছিটকে গিয়েছিল অস্ট্রেলীয়রা। আট বছর পর মেগা মঞ্চে তাদের জয়রথ থামাল সেই ভারতই। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি ম্যাচ হেরে বললেন, শেষ পাঁচ ওভারে আমরা চাপ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু রাতটা ছিল জেমাইমার। সত্যিই অসাধারণ খেলেছে। অলরাউন্ডার এলিস পেরি বলেন, জেমাইমার ইনিংস সবার কাছে অনুকরণীয়।

গিটারে জেমাইমা, আমি গান গাইব

সানির পরিকল্পনা

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতলে জেমাইমা রডরিগেজের সঙ্গে সেলিব্রেশন করতে চান ভারতের ব্যাটিং কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। সানি তাঁর সেলিব্রেশন-প্ল্যানের নাম দিয়েছেন 'জ্যাম উইথ জেমাইমা'। তবে জেমাইমারা বিশ্বকাপ জিতলেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবেন তিনি।

গাভাসকর বলেছেন, যদি ভারত বিশ্বকাপ জিততে পারে, তাহলে আমি ও জেমাইমা একসঙ্গে একটি গান গাইব। যদি সে রাজি থাকে। জেমির হাতে গিটার থাকবে, আর আমরা একসঙ্গে গান গাইব। সানি যোগ করেন, কয়েক বছর আগে বিসিসিআই-এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আমরা এটা করেছিলাম। একটা ব্যান্ড বাজছিল। আর আমরা ঠিক করেছিলাম, সেখানে যোগ দেব। জেমি গিটারে ছিল, আর আমার যেমন কণ্ঠই হোক না কেন সেদিন গান গেয়েছিলাম। কিন্তু ভারত বিশ্বকাপ জিতলেই এটা করতে চাই। যদি সে আমার মতো একজন বৃদ্ধের সঙ্গে এটি করতে পারলে খুশি হয়! আমি কিন্তু প্রস্তুত। সেমিফাইনালে ম্যাচ জেতানো স্বপ্নের ইনিংসের পর জেমাইমাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁর সতীর্থরা। সেমিফাইনাল জিতিয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি জেমি। দল থেকে বাদ পড়ার পর লড়াইয়ের দিনগুলোর কথা মনে করে চোখের জল সংবরণ করতে পারছিলেন না। স্টেডিয়ামেই মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিলেন জেমাইমা। পরে সাজঘরে ঢুকতেই সেমিফাইনালের নায়ককে জড়িয়ে ধরে উল্লাস করেন সতীর্থরা। স্মৃতি, হরলিন, দীপ্তি, অমনজ্যোতদের সঙ্গে নিয়ে সেলফিও তোলেন জেমাইমা। এই রাত যে রোজ আসে না! তবে ফাইনালে এমনই রাত ফেরানোর শপথ স্মৃতি, জেমাইমাদের।

হার্ট অ্যাটাক

শিকার যখন কমবয়সিরা

অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয় না এই ভাবনা এখন মিথ। সম্প্রতি বেড়েছে কমবয়সিদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক এবং হঠাৎ মৃত্যু। কেন এমন বিপদ? কীভাবে এড়ানো সম্ভব? মায়েরা কী করবেন কারণ বাড়ির সকলের সুস্থতার দায়িত্ব তাঁদেরই। বিস্তারিত আলোচনা করলেন বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট **ডাঃ রবীন চক্রবর্তী**। শুনলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ঘটনা ১ : বিয়ের ঠিক একদিন আগে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হল কনে শিবানী সরকারের। কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল। বিয়ে আগের ওটা করতে গিয়ে ফেরার পথে হঠাৎ শরীর খারাপ করতে শুরু করে এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ঘটনা ২ : সদ্য বেঙ্গালুরুতে আকস্মিক হৃদরোগে মারা গেলেন শঙ্কর। প্রবল পিঠে ব্যথার জন্য অসুস্থ বোধ করায় অফিস না যেতে পারার কথা জানিয়ে বসকে মেসেজ করার ১০ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হয় তাঁর।

ঘটনা ৩ : পুলকেশ বিশ্বাস, ৩০ বছর বয়স। প্রতিষ্ঠিত আইটি কর্মী। প্রচণ্ড চাপ। আমেরিকায় একটা ডাটা প্রসেসিং রাত বারোটার মধ্যে শেষ করে পাঠাতে হবে। কাজটা করার সময় হঠাৎ মনে হল শরীরটা কেমন করছে, কাজে মন দিতে পারছেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, সারা শরীরে দরদর করে ঘাম, তারপর চেয়ার থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অফিস থেকে হাসপাতাল যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে অল্পবয়সে হার্ট অ্যাটাক এবং সেই কারণে হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা। কিন্তু কেন?

ঘটনা ৪ : হরিয়ানায় একজন ২৩ বছর বয়সি যুবক পাহাড়ে ট্রেকিং করার সময়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানোর পর তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন তারপর কিছুক্ষণ পরেই পড়ে যান। ট্রেকিং দলের লোকেরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগেই সেই যুবক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

আমাদের দেশে অল্প বয়সে হার্টের অসুখ, হার্ট অ্যাটাক এবং হঠাৎ মৃত্যুর পরিসংখ্যান কী রকম তার একটা চিত্র দেখে নেওয়া যাক—

গত তিন বছরে ভারতে হার্ট অ্যাটাকের কারণে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, শুধুমাত্র ২০২২ সালেই ১২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্ডিয়ান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে জানা যায় যে ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের অর্ধেক ৫০ বছরের কম বয়সি এবং এক-চতুর্থাংশ ৪০ বছরের কম বয়সি হয়। ২০২০ সালে, হার্ট অ্যাটাকে ৩০ থেকে ৬০ বছর বয়সি ১৯,২৩৮ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং ২০২১ সালে, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সিদের মধ্যে ২,৫৪১ জনের মৃত্যুর খবর

পাওয়া গেছে। ২০২৩ সালে, ভারতের গুজরাত রাজ্যে হার্ট অ্যাটাকের জরুরি অবস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষে এমারজেন্সি অসুখের তথ্য সম্পর্কিত গবেষণা ইনস্টিটিউট (EMRI) থেকে জানা গেছে যে, আগের বছরের তুলনায় হার্ট-সম্পর্কিত এমারজেন্সি কলের সংখ্যা ৫৫% শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কেন? ৪০ বছর বা তারও অনেক নিচে হার্ট অ্যাটাকের কারণ একাধিক। পরিবারে যদি অল্প বয়সে হার্টের অসুখের ইতিহাস থাকে। হার্টের অসুখ ছাড়াও পরিবারে ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, ব্রেন স্ট্রোক বা যে কোনও ধরনের ব্লাড ভেসেলের অসুখ থেকে থাকে। রক্তে কোলেস্টেরল বিশেষ করে LDL ১৫০ থেকে ১৭০-এর বেশি থাকলে, অল্প বয়সে ডায়াবেটিস হলে,ওবেসিটি থাকলে, অনিয়ন্ত্রিত লাইফ স্টাইল, মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান বা মদ্যপান, নিয়মিত ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড খেলে, হাঁটাচলা,ব্যায়াম না করলে। অতিরিক্ত পরিমাণে শারীরিক বা মানসিক স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি থাকলে।

অতিমারি আর কোভিড ভ্যাকসিন

অনেকেই মনে করছেন কোভিড-১৯ এর পর এই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বেড়েছে। কথাটা ভুল নয় কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে COVID-19 হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ (মায়োকার্ডাইটিস) সৃষ্টি করতে পারে এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বৃদ্ধি করতে পারে। সেখান থেকে করোনারি থ্রম্বোসিস, হার্ট অ্যাটাক, এমনকী কার্ডিওমায়োপ্যাথি পর্যন্ত হওয়ার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কোভিড থেকে সেরে ওঠা তরুণদের হঠাৎ হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি থাকে। তবে এটাও ঠিক যে কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে হার্ট অ্যাটাক বা হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের অসুখ কোভিড ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নয়। এটা অনুমানমাত্র।

সামাজিক বা পরিবেশজনিত কারণ

রাতের শিফট এবং অনিয়মিত ঘুম : শরীরের স্বাভাবিক ঘড়ির বিপরীতে কাজ করলে হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে যায়।

শহুরে জীবনধারা : মেট্রো শহরে জাঙ্ক ফুড, বাতাসে দূষণ, অনেক রাত জেগে কাজকর্ম এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি হৃদরোগের সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে।

(এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

1 November, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

শিকার যখন কমবয়সিরা

(১৭ পাতার পর)
আধুনিক সমাজে ফাস্ট লাইফ, ফাস্ট ফুড আর সারাদিন মোবাইল নিয়ে, ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকা অল্প বয়সে হার্টের অসুখের বিশেষ কারণ। এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত। এছাড়া রয়েছে
প্রতিরোধমূলক পরীক্ষার অভাব : এখনকার তরুণ-তরুণীরা প্রায়শই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এড়িয়ে চলে, তাই উচ্চ কোলেস্টেরল বা উচ্চ রক্তচাপ, ওবেসিটি, এমনকী ডায়াবেটিসের মতো অবস্থাগুলি একদম না জানা থেকে যায়। এই সমস্ত রিস্ক থেকে একদিন হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে এদেরকে আক্রমণ করে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।

কতটা রোখা সম্ভব

শতকরা ৯০% থেকে ৯৫% শতাংশ ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট আটকানো সম্ভব। আটকানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই অসুখ সম্বন্ধে সামাজিক সচেতনতা। বিশেষত আধুনিক তরুণ-তরুণী ও যুব সমাজকে জানতে হবে যে সমস্ত পৃথিবীতে হার্টের অসুখ অল্প বয়সি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেড়ে চলেছে এবং ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। আজকাল অল্পবয়সি মেয়েদের মধ্যে ধূমপান, অ্যালকোহল গ্রহণ বেড়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনযাত্রাও যে খুব শৃঙ্খলার মধ্যে তা সব সময় ঠিক নয়।

তাই হার্টের অসুখ থেকে বাঁচতে হলে যে যে কারণে হার্টের অসুখ হয় সেই সব রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে সাবধানে থাকলে নিশ্চয়ই হার্ট অ্যাটাক, সেখান থেকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট রোখা সম্ভব।

করোনারি হার্ট ডিজিজ ছাড়া যে কারণে হঠাৎ মৃত্যু

এই সমস্যা উচ্চরক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল ছাড়া জন্মগত ভাবে অস্বাভাবিক করোনারি ধমনী এবং হৃদপিণ্ডের পেশি দুর্বলতা বা কার্ডিওমায়োপ্যাথির মতো হার্টের দুরারোগ্য ব্যাধির থেকে হতে পারে।

হাইপারট্রোফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি যেখানে হার্টের মাংসপেশি জন্মগত কারণে অস্বাভাবিকরকম মোটা, ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি যেখানে হার্টের মাংসপেশি খুব দুর্বল, আর আছে কিছু জন্মগত হার্টের অসুখ আর হার্টের ইলেকট্রিক সার্কিটের অতি-সক্রিয়তার কারণে হৃৎপিণ্ডের ছন্দপতন ও হঠাৎ মৃত্যু। তবে এইসব অসুখের রিস্ক ফ্যাক্টর আলাদা এবং অনেক সময়ে এই ধরনের অসুখ খুব অল্প বয়সে যেমন শিশুদের বা কিশোর বয়সেও হতে পারে। এর চিকিৎসা আলাদা। প্রতিরোধ ব্যবস্থাও অন্যরকম।

কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন পরিবারকে

সব সময়ে যে সম্ভব হয় তা নয়। তবে যাদের পরিবারে অল্প বয়সে হার্টের অসুখের ইতিহাস আছে সেই পরিবারের ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে হার্টের পরীক্ষা করানো দরকার। কিছু রক্তের পরীক্ষা যেমন সুগার, হিমোগ্লোবিন, কোলেস্টেরল, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম ইত্যাদি করলে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেলে আর ডাক্তারের কথা ঠিকমতো অনুসরণ করলে খানিকটা প্রতিরোধ সম্ভব। এছাড়া ছোট বয়স থেকে বেশিমাত্রায় খাইয়ে, বাচ্চাকে মোটাসোটা করলে হার্টের অসুখের সম্ভাবনা অল্প বয়সেই বেড়ে যায়। তাই অল্প বয়স থেকেই খাবারে একটা ভারসাম্যতা বজায় রাখতে হবে। ফাস্ট ফুড, ফ্যাটি ফুড নিয়মিত দেওয়া একদম উচিত নয়, এতে উচ্চরক্তচাপ বাড়ে, ডায়াবেটিস বাড়ে, হার্টের অসুখ নিঃসন্দেহে বেড়ে যায়। মায়ের খেয়াল রাখতে হবে ছেলেমেয়েরা যেন নিয়মিত হাঁটাচলা, ব্যায়াম, শরীরচর্চা খেলাধুলা করে, সবসময় যেন মোবাইল, টিভির মধ্যে যেন বসে না থাকে। আর সবচেয়ে বড়কথা হল ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে হার্টের অসুখ থেকে দূরে রাখতে হলে মা-বাবাদের নিজেদের জীবনকেও সুশৃঙ্খল রাখতে হবে।

তাহলে কি মানুষ আনন্দ ছেড়ে দেবে

না, তা কেন? আনন্দ করবে। বাইরে যাবে, মাঝে মাঝে এক আধদিন রেস্তোরাঁতেও যাবে, তবে নিয়মিত নয়। এসবই করা যায়। তবে পরিমাপ মতো, ভারসাম্য রেখে। শরীরের ওজনের খেয়াল রাখতে হবে। যদি সুগার থাকে, কোলেস্টেরল থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ খেতে হবে। অবহেলা করলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। স্মোকিং সর্বতোভাবে বন্ধ করতেই হবে। অল্প বয়সে অ্যালকোহল নেওয়া উচিত নয়। গাঁজা-কোকেন— এই সমস্ত নেশা সাংঘাতিকভাবে হার্টের ক্ষতি করে। তাই নেশা জাতীয় ড্রাগ, কোকেন, গাঁজা একদম বর্জনীয়।

প্রতিরোধ-ব্যবস্থা কী

হৃদরোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধযোগ্য নয়, তবে জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং সচেতনতার মাধ্যমে ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যেতে পারে। প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ব্যায়াম— প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০-৪৫ মিনিট দ্রুত হাঁটা, জগিং, যোগব্যায়াম, অথবা জিমে ওয়ার্কআউটের মতো কার্যকলাপ হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী রাখে। সুষম খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য এবং চর্বিহীন প্রোটিন রাখতে হবে। ভাজা, প্রক্রিয়াজাত এবং চিনিযুক্ত খাবার কম, ধূমপান ত্যাগ এবং অ্যালকোহল সীমিত বা অথবা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা উচিত। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, ধ্যান, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম এবং হৃদযন্ত্র ঠিক রাখার জন্য ভাল ঘুম (৭-৮ ঘণ্টা) অপরিহার্য। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা— রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, রক্তে সুগার ইত্যাদির জন্য বছরে একবার স্ক্রিনিং ও ইসিজি এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফি। বিশেষ ক্ষেত্রে জেনেটিক পরীক্ষা, ফ্যামিলি স্ক্রিনিং দরকার হতে পারে।

পরিশেষে

তরুণ ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হৃদরোগ একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় যার প্রতি জরুরি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে তরুণ জনগোষ্ঠী হৃদরোগের ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। তবে, সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ধূমপান ও অতিরিক্ত মদ্যপানের মতো ক্ষতিকারক অভ্যাস এড়িয়ে চলার মতো স্বাস্থ্যকর পছন্দের মাধ্যমে এই অনেক কারণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং হৃদরোগের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির কারণগুলি বোঝা হার্ট অ্যাটাকের প্রভাব কমাতে গুরুত্বপূর্ণ। হৃদরোগের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ভারতের তরুণসমাজ এই শতাব্দীর হার্টের অসুখের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত হয়ে সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারবে। কেরিয়ার এবং আর্থিক লক্ষ্যের চেয়ে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় এসেছে। কারণ মনে রাখতে হবে যে দিনের শেষে একটি সুস্থ হৃদয় হল সমাজে একটি সুস্থ ভবিষ্যতের ভিত্তি।

হৃদরোগে আক্রান্ত ছোটরাও

■ ২০২৩ সালে হৃদরোগে ২,৮৫৩ জন মারা যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আক্রান্তের বয়স ছিল ১১ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী পরীক্ষার সময় মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত।

■ সেই বছর, ১৭ বছর বয়সি ইন্দোরের এক ছাত্রী, ইন্দোরে তার বাড়িতে মর্মান্তিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়, যদিও তার পারিবারিক হৃদরোগের কোনও ইতিহাস ছিল না। চার মাস আগে টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল কিন্তু এমনিতে ভালই ছিল। কিন্তু হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক থেকে মৃত্যু।

■ ক্লাসে বসেই আচমকা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বছর আটেকের এক শিশুকন্যার। এই ঘটনা বেঙ্গালুরুর।

■ উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে বছর চারেকের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে। স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলার সময়ে আচমকাই হার্ট অ্যাটাক হয় তার। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও বাঁচানো যায়নি তাকে। কেন এমন বিপদ?

■ শিশুদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা দু'প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমটি হল জন্মগত। আর দ্বিতীয়টি জন্মের পরে।

জন্মগত ভাবে হৃদযন্ত্রের সমস্যা হল কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ়। এটা হলে হৃদযন্ত্রটি আকারে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ছোট বা বড় হয়। পরিশোধিত রক্ত সঞ্চালন ঠিকঠাক ভাবে না হওয়া বা হৃদযন্ত্রে ছিদ্র থাকার মতো সমস্যা হতে পারে। পাশাপাশি, পালমোনারি ভালভ স্টেনোসিস জাতীয় সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

■ যদিও জন্মগত ভাবে হার্টের সমস্যার নেপথ্যে কোনও নির্দিষ্ট কারণ এখনও দেখা যায়নি। হৃদযন্ত্রে ত্রুটি থাকলেও তা জন্মের সময় ধরা না-ও পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে জন্মের কিছু পর থেকে হৃদযন্ত্রে নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। যেমন, শিশুর অল্পেই হাঁপ ধরা। খেলাধুলার সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়া, শ্বাসকষ্টের সমস্যা। এই ধরনের উপসর্গে সতর্ক থাকতে হবে, এড়িয়ে গেলে চলবে না। শিশুর ওজন বাড়ছে না। খাওয়া কমে যাচ্ছে। খাওয়ার সময় শিশু ঘেমে যাচ্ছে। এমন লক্ষণ দেখা দিলে সতর্ক হতে হবে। শিশুর ওজন যদি বেড়ে যায়, স্থূলত্ব দেখা দেয় ছোট থেকেই, তা হলে তার হাত ধরেই ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ হতে পারে।

■ আবার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের যদি রক্তাল্পতা দেখা দেয়, তা হলেও তার প্রভাব পড়তে পারে শিশুর হৃদযন্ত্রে। মা-বাবার হাইপারটেনশন থাকলে সন্তানেরও কম বয়স থেকেই তা দেখা দিতে পারে।

■ বাইরের খাবার, বেশি তৈলাক্ত খাবার খেলে তার প্রভাব পড়তে পারে হার্টের উপরে। এখন শিশুদের মধ্যে খেলাধুলোর প্রবণতা কমে গিয়েছে। ফলে সারা দিন একই জায়গায় বসে পড়াশোনা করা বা গ্যাজেটে অত্যধিক আসক্তি শিশুদের আলস্য আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। শারীরিক কসরত কম হচ্ছে, ফলে ছোট থেকেই গ্যাস-অম্বলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে যা ক্ষতিকর। সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিশুকে, শরীরচর্চার অভ্যাস করাতে হবে।

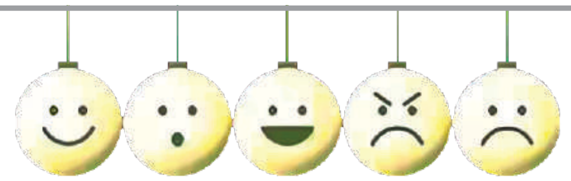

বিস্ময়ীর বিস্ময়

এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত কী না ঘটে। কখনও লৌকিক আবার কখনও অলৌকিক। তাই নিয়ে চলে তুমুল তরজা। এই সব ঘটনায় উঠে আসে বহু বিস্ময় এবং বিস্ময়ী। যে কি না অসম্ভবের কারিগর। লিখলেন **শীলা রাজবংশী**

বিস্ময়ী হল সে যাদের কীর্তিকলাপ বলে দেয় এইপৃথিবীতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। এমনই এক বিস্ময়ী কিশোরীর সন্ধান মিলেছে। যার আছে আশ্চর্য এক ক্ষমতা যা আমার-আপনার অনেকেরই নেই। গোটা পৃথিবীতে হাতে গোনা ১০০ জনের এই ক্ষমতা আছে।

ভুললেই কি বিপদ!

বিশালবাবু কর্পোরেট ফিল্ডের মানুষ। কাজের চাপ বিয়ের আগে থেকেই। বাড়ি থেকে অফিস আর অফিস থেকে বাড়ি। এই চলছে তাঁর জীবন। কথায় আছে সুযোগ আর দুর্যোগ বলে কয়ে আসে না। তাঁর ক্ষেত্রেও তাই। তিনি তাঁর একমাত্র স্ত্রী নীলিমা ও তাঁর প্রথম বিবাহবার্ষিকী ভুলে গেলেন। এরপর বাকিটা ইতিহাস। এই ইতিহাস আর পাতিহাঁস আমাদের অনেকের জীবনের নিত্যদিনের ডালভাত বললেই চলে। কিন্তু জানলে অবাক হবেন এমন কিছু মানুষ আছে যারা অতীতের যেকোনও দিনের যেকোনও ঘটনা অনায়াসে বলে দিতে পারে। আমরা অনেকেই স্কুল জীবনের প্রথম দিন মনে রাখতে পারি কারণ ওই দিনটি আমাদের কাছে বিশেষ একটি দিন। অনেকের তাও মনে থাকে না। কিন্তু হঠাৎ করে আপনাকে যদি কোনও দিন, মাস বা সাল দিয়ে বলা হয় সেই দিন, মাস বা সালে কী ঘটেছিল? আপনি কি তা বলতে পারবেন?

পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা এই অবিশ্বাস্য ঘটনা বিশ্বাস করাতে বাধ্য করেছে। তবে এটি কোনও বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা নয়। এটি একটি বিরল মানসিক অবস্থা যার নাম হাইপারথাইমেসিয়া। তাই আমার- আপনার যাদের এই ক্ষমতা নেই তাদের হতাশ হওয়ারও কিছু নেই।

গল্প হলেও সত্যি!

১৯৪২ সালে হোর্হে লুইস বোর্হেস লিখেছিলেন 'ফিউনেস দ্য মেমোরিয়াস'। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পায়। এরপরেই তার মনে পড়ে যেতে থাকে ছেলেবেলার সমস্ত ঘটনা। জীবনের একটি মুহূর্তও যেন ভুলে যায়নি সে। কিন্তু এ তো গল্প কথা। বাস্তবে মাটিতেও কি এমনটি হয়? সেই সময় মানুষ বিশ্বাস না করলেও বর্তমানে অনেকেই জানেন, এমনটা সম্ভব। ব্যতিক্রমী হলেও সম্ভব।

পৃথিবীতে যুগে যুগে কতই বিস্ময়-বিস্ময়ীর খোঁজ মিলেছে। সম্প্রতি যার সন্ধান পাওয়া যায় সে এক বছর ১৭-এর কিশোরী। সেই কিশোরী এখন বহু বিজ্ঞানীদের হট টপিক। তাকে নিয়ে বর্তমানে প্যারিসের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে গবেষণা। গবেষণার স্বার্থে তার নাম গোপন রাখা হয়েছে। যদিও তাকে T L বলে সম্বোধন করেছেন তাঁরা। তবে কেন এই গবেষণা? কারণ হল সে এক বিশেষ গুণের অধিকারী। তার সেই গুণ বা ক্ষমতার জট খুলতে এই গবেষণা। সে তার স্মৃতি বাক্সে সবকিছুই জমিয়ে রাখতে পারে। প্রয়োজনে সকল স্মৃতি সকলের সম্মুখে মেলে ধরতে পারে। গবেষকেরা জানাচ্ছেন, ''একমাস আগের কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট ভাবে বলে দিতে পারে এই বিস্ময়ী কিশোরী। আবার দু'বছর আগের কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে কোন মাসের ঘটনা, তা বলে দিতে পারে সে। তবে অনেক পুরনো ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে শুধু সালটির কথাই নির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারে সে।'' শুধু অতীত নয়, ভবিষ্যতেরও কিছু ঘটনা কিশোরী দেখতে পায় বলে দাবি করেছে। তবে এর সপক্ষে কোনও প্রমাণিত তথ্য মেলেনি।

এই বিস্ময়ের বহির্প্রকাশ

আজ যা রটে তা অতীতের কোনও না কোনও সময় জানতে বা অজান্তেই ঘটে থাকে। এই কিশোরীর ক্ষেতেও অনেকটা তাই। খুব ছোটবেলায় সে বুঝতে পেরেছিল সে আর পাঁচ-দশটা মানুষের মতো নয়। বয়স যখন আট তখন তার সেই ক্ষমতার কথা বন্ধুদের জানালে কেউই তা বিশ্বাস করেনি। তারপর পেরিয়ে যায় বেশ কিছু বছর। সময়ের স্রোত বয়ে গেলেও তার স্মৃতি ছিল চিরন্তন। সে নিজের মধ্যে তার এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা লুকিয়ে রেখেছিল। এরপর বয়স যখন ১৬ তখন সে তার পরিবারকে এই ক্ষমতার কথা জানায় এবং ১৭ বছর বয়সে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই গবেষণায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই গবেষণায় যুক্ত বিজ্ঞানীদের মতে, ''সাধারণ মানুষ যেখানে অতীতের তথ্য হাতের মুঠোয় ধরা বালির মতো ঝরে যেতে দেয়, সেখানে এই কিশোরীর মস্তিষ্ক থেকে কোনও স্মৃতিই হারিয়ে যায় না।'' কিন্তু সে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে এতটাই নিখুঁতভাবে ধরে রাখতে পারে যে, বিজ্ঞানীরা একে বলছেন মানসিকভাবে 'টাইম ট্রাভেল'।

(এরপর ২০ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

1 November, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

বিস্ময়ীর বিস্ময়

(১৯ পাতার পর)

গবেষকদের আরও দাবি, ''স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিয়ে পূর্বের কোনও ঘটনাকে পুনরায় অনুভব করতে পারে কিশোরী।'' ওই কিশোরী গবেষকদের জানিয়েছে, খুব ছোটবেলা থেকেই অতীতের স্মৃতিগুলিকে পুনরায় ঘুরে দেখতে পারে সে। তাঁরা আরও জানান, তার স্মৃতির আধারে কিছু কাল্পনিক ঘর রয়েছে। যখনই কোনও পুরনো স্মৃতিতে ডুব দিতে হয়, তখন কিশোরী পৌঁছে যায় সাদা রঙের একটি কাল্পনিক ঘরে। যে স্মৃতিগুলির সঙ্গে বিভিন্ন আবেগ জড়িয়ে রয়েছে, তা এই সাদা ঘরটিতেই গচ্ছিত রয়েছে। এই স্মৃতিগুলি মনে করতে কম সময় লাগে তার। আবার যে স্মৃতিগুলির সঙ্গে কোনও লেনদেন নেই, সেগুলি মনে রাখতে কিছুটা বেশি সময় লাগে। ওই কিশোরী এগুলিকে বলে 'ব্ল্যাক মেমোরি'।

জ্ঞানের ভাণ্ডারে বিজ্ঞান

''যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন'' এখানে রতন না পাওয়া গেলেও সন্ধান মিলেছে বিজ্ঞানের। নামটি তার হাইপারথাইমেসিয়া বা হাইলি সুপিরিয়র অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মেমোরি (HSAM)। যা একটি স্মৃতির ঘটনা যা প্রথম বর্ণনা করেছেন UC Irvine-এর সেন্টার ফর দ্য নিউরোবায়োলজি অফ লার্নিং অ্যান্ড মেমোরির গবেষকরা। আদতে এটি কোনও বিশেষ শক্তি নয়। এটি হল একটি বিরল অবস্থা যেখানে ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাগুলি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে মনে রাখার অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত নির্ভুল ক্ষমতা থাকে, প্রায়শই কয়েক দশক ধরে চলে। গোটা পৃথিবীতে ১০০ জনেরও কম মানুষের মধ্যে এই বিরল মানসিক অবস্থা দেখা যায়। তাঁরা নিজেদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ঘটনাই নির্দিষ্ট তারিখ-সহ হুবহু বর্ণনা দিতে পারেন।

এই বিরলতা কেবল স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের কাছেই নয়, স্মৃতি গবেষক এবং সাধারণ জনগণের কাছেও এই অবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

HSAM-এর প্রথম বিস্ময়

জিল প্রাইস (Jill Price) প্রথম মহিলা যাঁর মধ্যে এই ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। এবং তাঁকে নিয়েই প্রথম গবেষণা হয়। তাঁর তিন ডাক্তার এলিজাবেথ পার্কার, ল্যারি কাহিলস এবং জেমস ম্যাকগঘ একসঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন সেই রোগ। জিল প্রাইসের ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতেই বহু মানুষ দেখা করতে আসেন ম্যাকগঘের সঙ্গে। অন্তত ২০০ জন ব্যক্তি দাবি করেন, তাঁরাও একইরকম রোগে ভোগেন। বলা বাহুল্য, বেশিরভাগেরই স্মৃতি ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। তবে ম্যাকগঘ এখান থেকেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, স্মৃতি নিয়ে মানুষের অবসেসন খুবই সাধারণ। কারও কারও ক্ষেত্রে তা মারাত্মক হয়ে ওঠে মাত্র। যদিও এখনও পর্যন্ত হাইপারথাইমেসিয়া সংক্রান্ত গবেষণায় ম্যাকগঘের কাজকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন চিকিৎসকরা।

বিস্ময়ের অংশীদারি!

যদিও গবেষণার স্বার্থে নাম উন্মোচন করা যায় না তবুও কিছু নাম জানা যায়। ২০১২ সালে এইচ কে ডেরিবেরি নামের এক যুবকের হাইপারথাইমেসিয়া ধরা পড়ে। এই কেসটিকে একটু পৃথকভাবে দেখারই পক্ষপাতী চিকিৎসকরা। কারণ ডেরিবেরি একজন দৃষ্টিহীন যুবক। তাঁর স্মৃতির ধারণাও অন্যরকম। আর তাই সেই স্মৃতি নিয়ে অবসেসনের ধরনও আলাদা। ডেরিবেরির কেসটি নিয়েও গবেষণা করেছেন ম্যাকগঘ। সেই বছরই আমেরিকার বাইরে প্রথম হাইপারথাইমেসিয়া ধরা পড়ে। অরেলিয়ান হেম্যান নামের এই যুবকটি ডুরহাম ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া ছিলেন। ইংল্যান্ডের বছর কুড়ির যুবকটির অন্তত ১০ বছরের স্মৃতি সমস্ত মনে উজ্জ্বল। তাঁকে নিয়ে একটি ১ ঘণ্টার তথ্যচিত্রও তৈরি হয়। তবে এই ১০০ জনের মধ্যে একজন আছে যাঁকে প্রায় সকলেই চেনে। মারিলু হেনার একজন আমেরিকান অভিনেত্রী, লেখক এবং প্রযোজক, যিনি ১৯৭৮ সালের সিটকম 'ট্যাক্সি' এবং ১৯৯১ সালের চলচ্চিত্র 'এল.এ. স্টোরি'-তে অভিনয়ের জন্য পরিচিত। তাঁর একটি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি রয়েছে, যা উচ্চতর আত্মজীবনীমূলক স্মৃতি (HSAM) নামে পরিচিত, যেখানে তিনি তাঁর জীবনের প্রায় প্রতিটি দিনই মনে করতে পারেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, স্ক্রিপ্ট দুইমাত্রিক। কিন্তু তিনি সবকিছু তিন-মাত্রায় মনে রাখতে পারেন। সেদিন আবহাওয়া কেমন ছিল, তিনি কী পরেছিলাম, এমনকী অন্যরা কী পরেছিল সেইসবও অনায়াসে বলতে পারেন। এছাড়াও তিনি আরও জানান, ''যখন আমি দর্শকদের সামনে থাকি, আমি এতটাই উচ্ছ্বসিত হই যে একধরনের শক্তি শরীরে ভর করে। যেমন ধরো, আজ থেকে ৪৬ বছর আগে, আজকের দিনেই ট্যাক্সি সিরিয়ালের প্রথম রিড-থ্রু হয়েছিল—৫ জুলাই, ১৯৭৮।'' তাঁর সাক্ষাৎকার থেকেই বোধগম্য করা যায় হাইপারথাইমেসিয়ার প্রভাব কতটা তীব্র।

তারা প্রত্যেকে একই বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত তবুও তারা আলাদা। এক হয়েও হইল না এক। জিল প্রাইস, মারিলু হেনার ও TL (প্যারিসের গবেষণাধীন কিশোরীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

অরেলিয়ান হেম্যান

হাইপারথাইমেসিয়া — আশীর্বাদ না অভিশাপ

নিউটনের তৃতীয় সূত্র সহজভাবে বলে যে, প্রতিটি ক্রিয়ার বা কর্মের জন্য একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। তেমনি সবকিছু মনে রাখার ক্ষমতা ঈর্ষণীয় মনে হলেও, এর সাথে মানসিক এবং মানসিক চ্যালেঞ্জও আসে। প্রথমে হাইপারথাইমেসিয়া একটি আশ্চর্যজনক উপহার বলে মনে হতে পারে, তবে এর সাথে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ডাঃ নাগপাল এর মতে, ''স্বাভাবিক স্মৃতির বিপরীতে, যা মানুষকে সময়ের সাথে সাথে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ভুলে যেতে সাহায্য করে, হাইপারথাইমেসিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সবকিছু স্পষ্টভাবে মনে রাখে। এর অর্থ হল আঘাতমূলক বা দুঃখজনক স্মৃতিগুলি তাজা থাকে, যা তাদের জন্য অতীতের ঘটনাগুলি থেকে এগিয়ে যাওয়া কঠিন করে তোলে।''

তিনি আরও জানান, ''সবসময় এত তথ্য মনে রাখা অত্যধিক কষ্টকর হতে পারে। হাইপারথাইমেসিয়ায় আক্রান্ত অনেক মানুষ মানসিক ক্লান্তি অনুভব করেন কারণ তাঁদের মস্তিষ্ক ক্রমাগত স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে থাকে, এমনকি যখন তাঁরা তা করতে চান না। এর ফলে বর্তমানের দিকে মনোনিবেশ করতেও অসুবিধা হতে পারে, কারণ তাঁদের মন প্রায়শই অতীতের ঘটনাগুলিতে ডুবে থাকে। কিছু ব্যক্তি এমনকী তাঁদের অত্যন্ত সক্রিয় স্মৃতিশক্তির কারণে ঘুমের সমস্যা এবং উদ্বেগের কথাও জানান।'' হাইপারথাইমেসিয়া রোগীদেরও অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের মতো লক্ষণ দেখা যায়, এবং স্মৃতির উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার কারণে, বিশেষ করে অপ্রীতিকর স্মৃতি, ঘুমের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। সুতরাং অতীতের স্মৃতি গচ্ছিত রাখা যেমন সকলের থেকে এগিয়ে রাখে তেমনি সেখান থেকে পাওয়া বেদনার জাল অন্যদের তুলনায় অধিক মজবুত হয়।

জিল প্রাইস

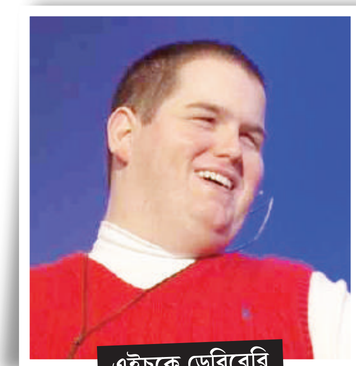

এইচকে ডেরিবেরি

মারিলু হেনার

কৌতূহলের রহস্যভেদ

এর আগেও এই নিয়ে বহু গবেষণা চলেছে। এখনও পর্যন্ত কিনারা মেলেনি। তবে এই কিশোরীকে ঘিরে গবেষণা যদি সফল হয় তাহলে মানবমস্তিষ্কের স্মৃতি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়া তারা আরো মনে করছেন, একদিন হয়তো হাইপারথাইমেসিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে স্মৃতিভ্রংশ বা আলঝাইমার (Alzheimer's) রোগের চিকিৎসায়ও আশার আলো দেখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিস্ময় কিশোরী এখন শুধু বিজ্ঞানীদেরই নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। মানব মস্তিষ্কের অদ্ভুত ও রহস্যময় জগতে নতুন করে আলো ফেলেছে তার এই ক্ষমতা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, "তার মস্তিষ্ক যেন সময়কে থামিয়ে রাখতে পারে।'' ভবিষ্যতে এই গবেষণা আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায় যোগ করবে বলেই আশা করা হচ্ছে। তাই বিজ্ঞানের লড়াই চলুক নতুন দিশায়। জীবন চলুক আপন ছন্দে। জীবকুলের হিতের জন্য যা মঙ্গল তা নিয়ে লড়াই চলুক বারোমাস।